বেতাল পঞ্চবিংশতি।

অর্থাৎ

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের এবং
বেতালের সহিত পঞ্চবিংশতি প্রশ্ন কথন
ও তাল বেতাল প্রাপ্ত হওন।

শ্রীকালীদাস গুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রণীত।

(চিৎপুর রোড ৩২৪ নং পুস্তকালয়ার্থ)
শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নূতন সংস্করণ।

কলিকাতা।

সিমুলিয়া হরিপাল লেন ৩ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ
যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮৬ সাল।

নির্ঘণ্টপত্র।

...তাল পঞ্চবিংশতি।

পয়ার। কলিতে বিক্রমাদিত্য নামেতে ভূপতি। সর্ব্ব গুণান্বিত রাজা পুণ্যবান অতি ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত দয়াবন্ত ধীর। সত্য বাক্য পালনে যেমন যুধিষ্ঠির ॥ পরম সুন্দর রূপ জিনি রতি পতি। কুবের সমান ধনে বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ ...দোর্দ্দণ্ড প্রতাপেতে যেমন দশানন। রাম রাজ্য প্রায় করে ...জার পালন ॥ দুর্য্যোধন প্রায় মানে কর্ণ সম দানে। মহা... পরাক্রম ভীষ্ম সম রণে ॥ সদানন্দ হাস্যযুক্ত বাক্য সর...তী। অক্রোধিত যেমন জানিবে বসুমতী ॥ গুণবোদ্ধা রসি...তা সদানন্দ মন। নবরত্ন সভাসদ অতি বিচক্ষণ ॥ ইন্দ্রের ...মান সভা বিখ্যাত ভুবনে। কীর্ত্তি যশঃ ঘোষণা করয়ে ...র্ব্বজনে ॥ ধন্বন্তরি বররুচি বরাহ মিহির। ক্ষপণ কামর...সিংহ ঘটক কর্পূর ॥ শঙ্ক বেতাল ভট্ট এই একজন। কালী...দাস সহ হৈল এ নবরতন ॥ সভার বর্ণনা কত কহিব বিস্তার। কলিতে এমন রাজা নাহি দেখি আর ॥ যেমন বেতাল সিদ্ধ ...হইল রাজন। তাহার বৃত্তান্ত কহি করহ শ্রবণ ॥ তেজপুঞ্জ জাপক সন্ন্যাসী একজন। রাজার সভায় আসি দিল দর...শন ॥ সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন। সামান্য স...ন্ন্যাসী না হইবে এই জন ॥ বহু সমাদর করি দিলেন আসন। ...পাদ্য অর্ঘ দিয়া পূজা করিল রাজন ॥ আশীর্ব্বাদ লহ রাজা সন্ন্যাসী কহিল। অপূর্ব্ব শ্রীফল এক নৃপবরে দিল ॥ আশী...র্ব্বাদ লয়ে রাজা মস্তকেতে ধরে। ভাণ্ডারির স্থানে দিল ...রাখিতে ভাণ্ডারে ॥ দেব বলে সন্ন্যাসী সে পরম পণ্ডিত। ...বিচার করয়ে নবরত্নের সহিত ॥ বিচারেতে নবরত্ন হৈল সম্মা...নিত। কোথা হৈতে সন্ন্যাসী হইল উপস্থিত ॥ দেব

বলে সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি এরে মুল। আমরা ইহার কাছে য
হই ম্লান॥ নবরত্ন সভার হইবে অপমান। রাজার নিকটে
আর নাহি পাব স্থান॥ সে দিন ভাঙ্গিল ... সকলে উ-
ঠিল। সন্ন্যাসী বিদায় হয়ে নিজ স্থানে গেল॥ এ...
সন্ন্যাসী প্রত্যহ আসে যায়। শ্রীফল আনিয়া নিত্য রাজারে
যোগায়॥ দৈবে এক দিনের শুনহ বিবরণ। শ্রীফল ভক্ষণে
স্পৃহা করিল রাজন॥ সন্ন্যাসীর দত্ত বেল আনিয়া ত্বরিতে।
ভাঙ্গিল ভাণ্ডারী তাহা রাজার সাক্ষাতে॥ পাইল মাণিক্য
এক বেলের ভিতরে। বিস্ময় হইয়া দেখাইল নৃপবরে॥ রাজা
বলে সব বেল আনি ভাঙ্গি দেখ। সকল বেলের মধ্যে থা-
কিবে মাণিক॥ সন্ন্যাসীর দত্ত বেল সকল আনিয়া। প্রত্যেক
মাণিক্য আছে দেখিল ভাঙ্গিয়া॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া তুষ্ট
হইল রাজন। সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি বাড়িল তখন॥ পর দি
সন্ন্যাসী রাজার কাছে যায়। অধিক আদর করি বসাই
তায়॥ দেখিয়া রাজার ভক্তি সন্ন্যাসী ভাবিছে। আশীর্ব্বা
বেল বুঝি রাজা ভাঙ্গিয়াছে॥ রাজা বলে ফল মধ্যে অমূল
রতন। সেবকের এত দয়া কোন প্রয়োজন॥ সন্ন্যাসী কহিছে
তবে শুনহে ভুপতি। রাজা গুরু বৈদ্য আর দৈবজ্ঞ যুবতী॥
আপন সন্তান আর মিত্র যারে ভাবে। তা সবার স্থানে রিক্ত
হস্তে নাহি যাবে॥ তুমি পুণ্যবান রাজা বিখ্যাত ভুবনে। রিক্ত
হস্তে আশীর্ব্বাদ করিব কেমনে॥ রাজা বলে যে কহিলে
সন্ন্যাসী গোসাঞি। এক রত্ন মূল্য মোর ভাণ্ডারেতে নাই॥
নিত্য নিত্য আনি দেহ অমূল্য রতন। অনুভাবে বুঝি কিছু
থাকিবে কারণ॥ সন্ন্যাসী কহিছে রাজা তুমি বিচক্ষণ। বাঞ্ছা
কিছু আছে কর হইয়া গোপন॥ গুপ্ত মন্ত্র গুপ্ত কথা করিলে
প্রকাশ। বীর্য্য হীন হয় মন্ত্র কার্য্যের বিনাশ॥ এত শুনি
নৃপবর হইয়া গোপন। সন্ন্যাসীর প্রতি জিজ্ঞাসিল ততক্ষণ॥
কহ কহ গোসাঞি আপন অভিলাষ। যাহা চাবে তাহা
করিনু আশ্বাস॥ সন্ন্যাসী হইল তুষ্ট রাজার কথায়। আশী-
র্ব্বাদ করি কর মস্তকে বুলায়॥ তোমার যে কীর্ত্তিযশ বিখ্যা

ভুবন। তব সম পুন্যবান না দেখি রাজন॥ অতি সুচরিত্র সর্ব্ব গুণে গুণবান। দয়ার শরীর তব অপ্রমিত দাম॥ দুষ্ট জনে যম সম শিষ্টের পালন। পর উপকারী অতি মধুর বচন॥ সংসারেতে শ্রেষ্ঠ তুমি ভূপতি প্রধান। বলে বলবান শত হস্তীর সমান॥ নির্ভয় শরীর কৃতান্তের নাহি ভয়। সাক্ষাতে সাধকে শ্রেষ্ঠ তুমি মহাশয়॥ ভগবতী চরণে করিয়া নমস্কার। বিরচিল কালীদাস রচিয়া পয়ার॥

পয়ার। রাজা প্রতি সন্ন্যাসী কহিছে পুনর্ব্বার। কিঞ্চিৎ সাহায্য যদি করহ আমার॥ গোদাবরী নদীতীরে মহাশ্মশানেতে। করিব সাধনা শব বাসনা মনেতে॥ উত্তর সাধক তাহে করিল রাজন। তুমি আমি অষ্ট সিদ্ধি হইব দুজন॥ কামাবশাইত প্রাপ্ত প্রকাম্য অনিমা। ইশিত্ব বশিত্ব আর মহিম লঘিমা॥ রাজা বলে যে আজ্ঞা কারলে দিগম্বর। যা বলিবে সেই কর্ম্মে হইব তৎপর॥ কোন কর্ম্ম অসাধ্য হে আছয়ে আমার। যাইব তোমার সঙ্গে এই অঙ্গীকার॥ স- সাধু বলিয়া সন্ন্যাসী তবে কয়। একাকী যাইতে হবে সন্ধ্যার সময়॥ খড়্গ লয়ে শ্মশানেতে করিবে গমন। আমি গিয়া করিব পূজার আয়োজন। এত বলি দিগম্বর শ্মশানে চলিল! দিবাকর অস্ত গেল রজনী হইল॥ ভুপতি চলিল এক করে লয়ে অসি। উপনীত হৈল যথা শ্মশানে সন্ন্যাসী॥ রাজারে দেখিয়া যোগী হরিষ অন্তর। আগচ্ছ২ বলি করে সমাদর॥ যোগীর চরণে রাজা করিয়া প্রণতি। কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর শীঘ্রগতি॥ দিগম্বর বলে রাজা কর অবধান। দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত এই দেখহ শ্মশান॥ তাহার মধ্য স্থলেতে শিংশপা বৃক্ষ আছে। শব এক বান্ধিয়া রেখেছি সেই গাছে॥ শীঘ্রগতি তুমি গিয়া সেই শব আন। এইস্থানে করি আমি পূজার বিধান॥ এত শুনি ভুপতির সশঙ্কিত মন। সন্ন্যাসীর আজ্ঞালয়ে করিল গমন। রচিয়া পয়ার ছন্দ কালীদাস কয়। একে অমাবস্যা নিশি তাহে মেঘাশ্রয়॥

———

ত্রিপদী। সাহসেতে করি ভর, নির্ভয়েতে নৃপবর শ্মশানেতে করয়ে গমন। ঘোর নিশি অন্ধকার, দিগের নির্ণয় ভার, দৃষ্টিমাত্র বিদ্যুৎ আভায়। শিংশপার বৃক্ষ যথা, ভুপতি চলিল তথা, ভুতগণ সঙ্গে কত ধায়॥ কেহ মার মার বলে, কেহ এক পদে চলে, কেহ গিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। ডাকিনী যোগিনী সব, করি হুহুঙ্কার রব, শ্মশানেতে নাচিয়া বেড়ায়॥ ভৈরব নাচিছে ভাল, যেন প্রলয়ের কাল, নয়নেতে অনল নিকলে। ছুটাছুটি চটাচটি, আস্ফালনে কাঁপে মাটি, স্থানে স্থানে চিতা অগ্নি জ্বলে॥ প্রেতগণ খাতা খাতা, লইয়ে মড়ার মাথা, শূন্যমার্গে লোফে আর ফেলে। ঝঞ্ঝনার উল্কাপাত, স্থানে২ রব কত, দ্বন্দ্ব করে কুক্কুর শৃগালে॥ শুম্ভনিশুম্ভের রণ, সেই রূপ এ শ্মশান, জ্ঞান হয় যেন যমালয়। দেবতার ত্রাস হয়, মনুষ্যের গম্য নয়, নৃপবর নাহি করে ভয়। মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, ভূপতি চলিয়া যায়, উপনীত শিংশপার তলে। উর্দ্ধ শাখা তরুবর দেখিয়া লাগয়ে ডর, পুর্ণিত আছয়ে ফুল ফলে। রাজা বৃক্ষোপরে যায়, শব দেখিবারে পায়, ভয়ঙ্কর বিকট আকার। উচ্চ কেশ কৃষ্ণবর্ণ, কলেবর অতি শীর্ণ, মাংস হীন অস্থিচর্ম্ম সার॥ ভূপতি বসিয়া তায়, বন্ধন কাটিতে যায়, ভুমিতলে ছিঁড়িয়া পড়িল। দুঃখিত হৈয়া অন্তর, আস্তে ব্যস্তে নৃপবর, বৃক্ষ হৈতে ভুতলে নামিল॥ শব ধরিবারে যায়, শব পলাইয়া যায়, পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষ পরে। সত্ত্বরেতে নৃপবর, উঠিলেন বৃক্ষপর, পুনর্ব্বার শব গিয়া ধরে॥ সেবার না ছাড়ে তারে, রাখিলেক স্কন্ধোপরে শবলয়ে ভূপতি নামিল। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, ভাষা কালীদাস বিরচিল॥

প্রথম প্রশ্ন কথন।

পয়ার। শবে আবির্ভুত হয়ে আছয়ে বেতাল। সন্ন্যাসীর কাছে লয়ে চলিল ভুপাল॥ ভূপতির প্রতি শব কহিছে তখন। শুনহে বিক্রমাদিত্য আমার বচন। শবলয়ে তোমার কি আছে প্রয়োজন। কোথায় লইয়া যাবে না

জানি কারণ ॥ সড়িৎ দুর্গন্ধ অতি ঘৃণা নাহি হয়। হেন কর্ম্ম ভূপতির উপযুক্ত নয় ॥ তোমার সহিত মিথ্যা করি বাক্য ব্যয়। যেখানে লইয়া যাবে যাইব তথায় ॥ কিন্তু এক পণ মোর আছয়ে জানিবে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব আমি কহিতে হইবে ॥ যদ্যপি নাহিক পার অশাস্ত্র কহিবে। ততক্ষণে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইবে ॥ কহিলাম নৃপবর সকল বৃত্তান্ত। প্রশ্ন এক বলি শুনে করয়ে সিদ্ধান্ত। রাধা নদীনামে এক আছয়ে নগর। প্রতাপ মুকুট নামে তথা নৃপবর ॥ বজ্রমুকুট নামে তাহার তনয়। মহাদেবী নামেতে রমণী তার হয় ॥ বজ্রমুকুট নামে রাজার তনয়। মন্ত্রীপুত্র সহ তার অধিক প্রণয় ॥ এক দিন দুই জনে অশ্ব আরোহণে। মৃগয়া করিতে দোঁহে চলিল কাননে ॥ কত দূরে গিয়া দেখে এক সরোবর। গোপনীয়রম্য স্থান অতি মনোহর ॥ প্রস্ফুটিত কোকনদ শোভাতাহে পায়। মধুলোভে ষটপদ উড়িয়া বেড়ায় ॥রাজহংস কেলিকরে অতি বিচক্ষণ। কুহু২ রবে ডাকে যত পীকগণ ॥ মন্দ২ বহিতেছে মলয়পবন। যুবক জনার হৃদে হানে শরাশন ॥ অশ্বহৈতে দুই জন নামিল ত্বরায়। হস্ত পদ ধৌত করে শান্তি দূরে যায় ॥ সরোবর প্রান্তভাগে দেবালয় স্থান। প্রণাম করিতে তথা দুই জনে যান ॥ মন্ত্রীপুত্র দেবালয়ে ক্ষণেক রহিল। রাজ পুত্র সরোবর তীরেতে আইল॥ হেনকালে আইল এক রাজার কুমারী। পরম সুন্দরী রূপ জিনি বিদ্যাধরী ॥ বিচিত্র বসন আভরণ অঙ্গে শোভা। মৃদু হাসে তমো নাশে সৌদামিনী আভা॥ নয়ন কটাক্ষ তার হয় শরাশন। মুর্ত্তিমন্ত হয়ে আছে আপনি মদন ॥ সখীসঙ্গে রঙ্গে গজেন্দ্র গামিনী। সরোবরে উপনীত হইল সে ধনি ॥ রাজ পুত্র সহিতে হইল দরশন। উভয় কটাক্ষ বাণে মোহিত দুইজন ॥ দোঁহেতে দোঁহার রূপ করে নিরক্ষণ। পঞ্চ শরাসনে তনু হয় জ্বালাতন ॥ রাজার নন্দিনী তবে মনেতে ভাবিয়া। ততক্ষণে পদ্ম এক লইল তুলিয়া ॥ যতন করিয়া পদ্ম কর্ণেতে রাখিল। পুনর্ব্বার সেই পদ দন্তে ঠেকাইল ॥ দন্ত হৈতে পদ্ম ফেলে দিল পদতলে।

পুনর্ব্বার সেই পদ্ম রাখে বক্ষঃস্থলে॥ শঙ্কেত করিয়া ধনী স্নান পূজা সারি। গৃহেতে চলিয়া গেলা রাজার কুমারী। রাজকন্যা দেখিয়া রাজারনন্দন। না মানে তাহার মন ধৈর্য্যাবলম্বন॥ হেনকালে আইল তথা পাত্রের নন্দন। দেখি কহে কেন তব বিরস বদন॥ রাজ পুত্র বলে আর কি কর জিজ্ঞাসা। বিয়োগ হইল প্রাণ ছাড় মম আশা॥ লাজে জলাঞ্জলি দিয়ে কহিতে হইল। সরোবরে স্নানে এক রমণী আইল॥ পরম সুন্দরী কন্যা সঙ্গে সহচরী। ভাবলাভ কটাক্ষে যেমন বিদ্যাধরী॥ তাহার কটাক্ষ বাণে তনু জ্বর২। হৃদয়েতে মদন হানিছে পঞ্চশর॥ উদ্দীপণ শোভন মোহন সন্দর্শন। সন্তাপন লয়ে এই পঞ্চ শরাশন॥ মন্ত্রীপুত্র বলেতুমি স্থির কর মন। কি কহিল রাজকন্যা শুনি বিবরণ॥ রাজপুত্র বলে কিন্তু বুঝিতে না পারি। পদ্ম এক তুলিয়া লইল সেই নারী॥ যতন করিয়া পদ্ম কর্ণেতে রাখিল। পুনর্ব্বার সেই পদ্ম দন্তে ছোঁয়াইল। দন্তেতে ঠেকিয়া পদ্ম রাখে চরণেতে। পুনর্ব্বার লয়ে পদ্ম রাখে হৃদয়েতে॥ তারপর স্নান পূজা করিয়া সুন্দরী। গৃহেতে চলিয়া গেলা সঙ্গে সহচরী॥ মন্ত্রীপুত্র বলে শুন রাজার নন্দন। কহিলে বুঝিতে পারে পশু পক্ষীগণ॥ আকার ইঙ্গিতে বুঝে চতুর যে জন। না কহিতে আভাষেতে বুঝি তার মন॥ শুন রাজপুত্র তবে করি নিবেদন। সুবোধ রমণী সেই অতি বিচক্ষণ॥ পদ্ম লয়ে কর্ণোপরেতে রাখিল। কর্ণাট নগরে বাস ভাবে বুঝাইল॥ যখন লইয়া পদ্ম রাখিলেক দাঁতে। দন্ত কুমুট রাজার হইবে দুহিতে॥ চরণে যখন পদ্ম রাখিল যুবতী। অনুভাবে বুঝিতার নাম পদ্মাবতী॥ তারপরে লয়ে পদ্ম হৃদয়ে রাখিল। তব দরশনে হৃদপদ্ম প্রকাশিল॥ সঙ্কেত আশয়ে তার বুঝি অনুভবে। যতন করিলে তুমি সেই কন্যা পাবে॥ এত শুনি রাজপুত্র কহে ততক্ষণ। বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি মন্ত্রীতে সুজন॥ দেখিয়া কন্যার রূপ হইনু অজ্ঞান। যা কহিলে সেই কন্যা হইবে প্রমাণ॥ যদি সেই রাজকন্যা পুনঃ না দেখিব। নিশ্চয় জানিবে তবে পরাণ

ত্যজিব ॥ এখন আমার মন প্রবোধ না মানে। চল লয়ে প্রাণপ্রিয়ে আছে যেই খানে॥ কাতর দেখিয়া দয়া না হয় তোমার। বিরচিল কালীদাস মধুর পয়ার ॥

লঘু-ত্রিপদী। তবে দুই জন, চলিল তখন, কর্ণাটে ত্বরায় করে। দন্তমুকুট নাম, গুণে অনুপাম, নৃপতির অধিকারে ॥ দেখিয়া নাগর, হরিষ অন্তর, কহে রাজার নন্দন। কোথা পদ্মাবতী, কররে বসতী, দেখি তার নিকেতন ॥ মন্ত্রীপুত্র কয়, শুন মহাশয়, উতলার কর্ম্ম নয়। কোন কার্য্যে ব্যস্ত, না হইবে ত্রস্ত, হীতে বিপরীত হয় ॥ নাহি জানি কর্ম্ম, দূতীর এ কর্ম্ম, অন্তপুরে কেবা যাবে। রাজপুত্র কয় উপযুক্ত নয়, দূতী হেথা কোথা পাবে ॥ মন্ত্রীর নন্দন, কহিছে তখন, দূতী করিবারে পারি। বৈষ্ণবী মালিনী, আর গোয়ালিনী, প্রতিবাসিনী কুমারী ॥ সহচরীগণ, বিক্রম যে জন, ব্রাহ্মণী আর তপস্বিনী। দূতী কর্ম্ম সার, এই সবাকার, আর পারে নাপিতিনী ॥ করিয়া মন্ত্রণা, গেল দুই জনা. এক মালিনীর ঘরে। দিয়ে কিছু ধন, তোষে তার মন, বাসা সেই স্থানে করে ॥ মালিনী সহিত, করিল পিরীত, কত মতে ভুলাইল ॥ ত্রিপদী রচনে, কালীদাস ভণে, সে রজনী পোহাইল ॥

পয়ার। প্রভাতে উঠিয়া তবে পাত্রের নন্দন। মালিনীরে কহিতেছে মধুর বচন ॥ রাজকন্যা নিকটেতে যাহ একবার। গোপনে কহিবে তারে এই সমাচার ॥ স্নান করিবারে সরোবরে গিয়াছিলে। সেই স্থানে যেই রাজকুমারে দেখিলে ॥ সেই রাজপুত্র আসি পাঠাইল মোরে। এই সমাচার কন্যা দিতে গো তোমারে ॥ এত শুনি মালিনী হইল হৃষ্টমতি। পদ্মাবতী নিকটেতে গেল শীঘ্রগতি ॥ রাজকন্যা সহিত করিল দরশন। কহিলেক মালিনী সকল বিবরণ ॥ শুনি অতি রাগান্বিত রাজকন্যা হয়। মালিনীরে যথোচিত কটু বাক্য কয় ॥ কুট্টনী বলিয়া তারে দেয় গালাগালি। আপনার দুই করে মাখিলেক কালি ॥ মালিনীর কপোলেতে দিব দুই কর। দশ অঙ্গুলির চিহ্ন লাগিল সুন্দর ॥ দূর২ বলিয়া

দিলেক খেদাইয়া। মালিনী ঘরেতে যায় কান্দিয়া কান্দিয়া॥ মালিনী কহিল গিয়া সব বিবরণ। কপালে কালির চিহ্ন দেখায় তখন॥ রাজার নন্দন হলো বিরস বদন। মন্ত্রীপুত্র বলে ইথে খাটিবে কারণ॥ দশ অঙ্গুলির চিহ্ন ললাটেতে দিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমী সেবাতে বুঝাইল। উতলার কর্ম্ম নহে রাজার কুমার। মালিনীকে কহিয়া পাঠাও পুনর্ব্বার॥ অর্থ লোভে বশীভূত হইয়া মালিনী। পদ্মাবতী নিকটেতে চলিল তখনি॥ মালিনী দেখিয়া পদ্মাবতী কোপে জ্বলে। লোহিত লোচনে তারে কটু বাক্য বলে॥ তথাচ মালিনী বলে মোর বাক্য শুন। রাজার নন্দন মোরে পাঠা-ইল পুনঃ॥ শুনিয়া দ্বিগুণ আরো আগুণ হইল। এমন কুটনী কেন এখানে আইল। এত বলি রাজকন্যা কুঙ্কুম লইল। মালিনীর কপালে অঙ্গুলী চিহ্ন দিল॥ তৃতীয় অঙ্গুলী চিহ্ন দেখিতে শোভন। যাহ যাহ মালিনীকে কহিল তখন॥ মালনী আইল ঘরে বিষাদিত মন। দেখিয়া চিন্তিত হৈল রাজার নন্দন॥ মালিনী কহিল তবে সব বিবরণ। ললাটে কুঙ্কুম চিহ্ন দেখায় তখন॥ মন্ত্রীপুত্র বলে শুন রাজার নন্দন। বুঝিতে নারিলে তুমি ইহার কারণ॥ তৃতীয় অঙ্গুলী চিহ্ন ললাটেতে দিল। রজঃস্বলা সেই কন্যা ভাবে বুঝা গেল॥ প্রথম দিবসে নারী চণ্ডালিনী হয়। দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্ম-ঘাতিনীর প্রায়॥ রজকী তৃতীয় দিনে মুনিগণ কন। চতুর্থ দিবসে শুদ্ধ বেদের বচন॥ তবে সে হইতে পারে রতি অধি-কারী। এইতো সঙ্কেত করে পাঠায়েছে নারী॥ অতএব রাজপুত্র স্থির কর মতি। তিন দিন বিলম্বেতে পাবে পদ্মা-বতী॥ তিন দিন পরে তবে পাত্রের কুমার। মালিনীরে ডাকিয়া কহিছে আরবার॥ যাহ একবার আর রাখহ বচন। যা চাহিবে রাজপুত্র দিবে সেই ধন॥ এত শুনি মালিনী হইল হৃষ্টমতি। রাজকন্যা নিকটে চলিল শীঘ্রগতি॥ রাজ-কন্যা বলে এই কুটনী আইল। সহচরিগণে সব ডাকিয়া কহিল॥ সবে মেলি মালিনীরে করহ বন্ধন। খিড়কীর পথে-

রাগী করুক গমন ॥ আজ্ঞামাত্র সহচরি মালিনীরে বাঁধে। মালিনী বলিছে বাঁধ কোন অপরাধে॥ রাজকন্যা বলে কুটু-নীর এই ফল। কটুবাক্য কহে আরো হইল প্রবল॥ তবে মালিনীরে সবে বন্ধন করিয়া। বাহির করিয়া দিল গলাধাক্কা দিয়া॥ মালিনী কান্দিয়া যায় অভিমানী হয়ে। পাত্র পুত্রে কছে গিয়া সব বিস্তারিয়ে॥ পাত্র পুত্রবলে শুনরাজার কুমার। বুঝি অদ্য কার্য্য সিদ্ধি হইবে তোমার॥ রাজপুত্র বলে কিছু না বুঝি কারণ। তবে কেন মালিনীরে করিলা বন্ধন॥ পাত্র পুত্র বলে নিবেদন হে রাজন। এইরূপে প্রেম ডোরে করিবে বন্ধন॥ খিড়কীর পথে তারে বাহির করিয়া। তোমারে যাইতে দিল পথ দেখাইয়া॥ কথোপকথনে দিবাকর অস্ত গেল। দ্বিতীয় প্রহর নিশি যখন হইল॥ রাজপুত্রে লয়ে তখন পাত্রের নন্দন। পদ্মাবতী নিকেতনে করিল গমন॥ খিড়কীর দ্বারে গিয়া উপনীত হয়। পদ্মাবতী সহচরী সেই স্থানে রয়॥ রাজকন্যা নিকটেতে কহে ততক্ষণ। আসিয়াছে ঠাকুরাণী রাজার নন্দন॥ শুনি পদ্মাবতী আইল হরিষ অন্তরে। রাজপুত্রে লয়ে গেল শয়ন মন্দিরে॥ সমাদরে বসাইল পালঙ্ক উপরে। প্রথম কৌশল বাক্যে আলাপন করে॥ নানা উপহার আর তাম্বুল ভক্ষণ। গীত বাদ্য রাগ রঙ্গে মজিল দুজন॥ পালঙ্ক উপরে দোঁহে করয়ে শয়ন। হাস্য পরিহাস করে রজনী বঞ্চন॥ পদ্মাবতী কহিতেছে রাজার নন্দনে। মম মনে অভিলাষ বুঝিলে কেমনে॥ আপন বুদ্ধিতে কিম্বা আছে অন্যমনা। স্বরূপ কহিবে না করিবে প্রতারণা। রাজপুত্র বলে আমি বুঝিতে না পারি। মন্ত্রী-পুত্র বুঝাইল শুনলো সুন্দরী॥ মন্ত্রীপুত্রে প্রশংসা করিল পদ্মাবতী। বড়ই চতুর সেই বুদ্ধে বৃহস্পতি। মধ্যাহ্ন সময় আমি তাহার কারণ। খাদ্য দ্রব্য পাঠাইব করিয়া যতন॥ আর এক কথা আমি করি নিবেদন। কদাচ সে দ্রব্য তুমি না কর ভক্ষণ॥ হেনকালে নিশি শেষ দেখিয়া যুবতি। রাজ-পুত্রে বাহির করিল শীঘ্রগতি॥ বাসায় চলিল তবে রাজার

নন্দন। মন্ত্রীপুত্রে সকল কহিল বিবরণ॥ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৈল হরষিত মন। স্নান পূজা করিয়া বসিল দুই জন॥ হেনকালে পদ্মাবতী করিয়া মন্ত্রণা। প্রিয় সহচরী ডাকিলেক একজনা॥ মিষ্টান্ন সামগ্রী কিছু বিষাক্ত করিয়া। মন্ত্রীপুত্র নিকটেতে দিল পাঠাইয়া॥ রাজপুত্রে বলে মোরে কহিছে যুবতী। তুষ্ট হইয়াছি আমি মন্ত্রী পুত্র প্রতি। এই হেতু দিল আনি তোমার কারণ। বিলম্বে কি ফল আর করহ ভোজন॥ মন্ত্রীপুত্র বলে শুন রাজার নন্দন। খাইলে এখনি মোর হইবে মরণ॥ দেখ এই বলি এক কুক্কুর ডাকিয়া। কিঞ্চিৎ সামগ্রী তারে দিল খাওাইয়া॥ ক্ষণেক বিলম্বে সেই কুক্কুর মরিল। রাজার কুমার দেখে বিস্ময় হইল॥ আগেতে নাহিক জানি এমন পাপিনী। রাজার নন্দিনী হয়ে বিশ্বাস ঘাতিনী॥ অবিশ্বাসি নাহি মম কিছু ব্যবহার। কখন তাহার মুখ না দেখিব আর॥ রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রে জিজ্ঞাসে তখন। তোমারে দিলেক বিষ কিসের কারণ॥ মন্ত্রীপুত্র বলে তবে শুন মহাশয়। তুমি ফিরে যাবে দেশে বাঞ্ছা তার নয়॥ প্রেমবশিভূত করে ভুলায়ে রাখিবে। আমি সঙ্গে থাকিলেতো কিরূপে হইবে॥ সেই হেতু চিন্তা করে আমার মরণ। ইহার তদন্ত এই শুনহ কারণ॥ পুনরপি মন্ত্রীপুত্র কহিছে তখন। জননীর সমান জানিবে বন্ধুজন॥ নীর ক্ষীর প্রায় মৈত্র শুনহশ্রবণে। মৈত্রের সমান আর নাহিক ভুবনে॥ আমার বচন রাখ কর অঙ্গীকার। অদ্য রজনীতে তুমি যাহ পুনর্ব্বার॥ রমণীরে অধিকপ্রণয় জানাইবে। ত্রিশূল আঘাতি তার উরু দেশে দিবে॥ নিদ্রাগত হইবে সে যখন যুবতী। আভরণ লইয়া আসিবে শীঘ্রগতি॥ মন্ত্রীপুত্র কহিল যতেক বিবরণ। সেই রূপ করিলেক রাজার নন্দন॥ রজনীতে পদ্মাবতী নিকটে যাইল। ত্রিশূলের চিহ্ন তার উরু দেশে দিল॥ পদ্মাবতী নিদ্রাগত হইল যখন। আভরণ লয়ে তার করিল গমন॥ মন্ত্রীপুত্র নিকটেতে রাজার নন্দন। আনিয়াছি আভরণ দেখায় তখন॥ মন্ত্রীপুত্র কহে তবে রাজার

নন্দনে। সন্ন্যাসী হইয়া আমি থাকিব শ্মশানে॥ তুমি আভরণ লয়ে যাইবে প্রভাতে। বিক্রয় করিতে স্বর্ণকারের গৃহেতে॥ রাজ কন্যার আভরণ দেখি স্বর্ণকার। কোতয়ালে ডাকিয়ে করিবে গোচর॥ ভূপতির নিকটেতে লইয়া যাইবে। নৃপতি তোমারে তবে জিজ্ঞাসা করিবে॥ কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ। কবে তারে আমি কিছু না জানি কারণ। শ্মশানে আমার গুরু করয়ে ভজন। বিক্রয় করিতে মোরে দিল আভরণ॥ দেখাইয়া দিবে মোরে না করিবে ভয়। উত্তর করিব আমি উচিত যে হয়॥ এই যুক্তি স্থির তবে করে দুইজন। শ্মশানে সন্ন্যাসী হয় মন্ত্রীর নন্দন॥ রাজার নন্দন তবে লয়ে আভরণ। স্বর্ণকার গৃহে যায় বিক্রয় কারণ॥ স্বর্ণকার দেখিলেক রাজ আভরণ। পদ্মাবতী নাম তাহে আছয়ে লিখন॥ দেখি স্বর্ণকার কোতয়ালে জানাইল। কোতয়াল আসি রাজ নন্দনে ধরিল॥ অবিলম্বে লয়ে রাজার সদন। ভূপতি জিজ্ঞাসে কোথা পাইলে আভরণ॥ রাজপুত্র বলে রাজা করি নিবেদন। আমি কিছু নাহি জানি ইহার কারণ॥ শ্মশানে আমার গুরু করেন ভজন। আভরণ দিলা মোরে বিক্রয় কারণ॥ রাজা বলে রাখ যদি আপনার প্রাণ। কোতয়ালে লয়ে যায় গুরু বিদ্যমান॥ রাজপুত্র কোতয়ালে লইয়া ত্বরিত। গুরুর নিকটে গিয়া হৈল উপস্থিত॥ কোতয়াল সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসে তখন। কোথায় পাইলে তুমি রাজ আভরণ॥ সন্ন্যাসী কহিছে তবে শুন বিবরণ। যে রূপেতে পাইলাম আমি আভরণ॥ এক দিন কৃষ্ণপক্ষ তিথি চতুর্দ্দশী। দ্বিতীয় প্রহর অতি অন্ধকার নিশি॥ হেন কালে এক জন পুরুষ সঙ্গেতে। পঞ্চজন নারী এলো নাচিতে নাচিতে॥ রুধির ভক্ষণ করে হুহুঙ্কার দিয়ে। শ্মশানেতে নৃত্য করে উলাঙ্গিনী হয়ে॥ তার মধ্যে পরম সুন্দরী এক জনা॥ পুরুষ সহিতে অতি হইয়ে মগনা। জড়াজড়ি জড়াজড়ী করে দুইজনে। আভরণ পড়িল কিছুই নাহি জানে॥ ত্রিশূলের চিহ্ন তার আছে উরুদেশে। ডাকিনী হইবে কন্যা

এ আইলাম । তার পর ক্রমশে পুরেতে চলিল । রজনী প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইল ॥ দেখে রাজকন্যা আভরণ অঙ্গে নাহি রয় । মনে জানিল যোগী লইল খুলিয়া ॥ সেই আভরণ এই রূপ ফেলিয়াছে । সকল বৃত্তান্ত গিয়া ভূপতিকে বলে ॥ এত শুনি কোতয়াল চলে শীঘ্রগতি । সকল কহিল গিয়া ভূপতির প্রতি । শুনিয়া ভূপতি অতি চিন্তিত হইল । অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিল ॥ সহচরী প্রতীত ডাকিল এক জন । কহিছেন নৃপতি করিয়া গোপন ॥ পদ্মাবতী কন্যাকে করিয়া বিবসন । উরুদেশে দেখ দেখি চিহ্ন আছে কিনা । সহচরী পদ্মাবতীর নিকটে চলিল । উরুদেশে আছে চিহ্ন দেখিয়া কহিল ॥ শুনিয়া নৃপতি অতি ব্যাকুল হৃদয় । গোপনেতে রহিল কারো কিছু নাহি কয় ॥ অর্থ নাশ মনস্তাপ ইত্যাদি গৃহেতে । উত্তমের অপমান যত্নে অধমেতে ॥ বুদ্ধিমান ব্যক্তি যারা না করে প্রকাশ । পয়ার প্রবন্ধে কহে দিগম্বর দাস ॥

পয়ার । কোতয়ালে পুনর্ব্বার কহিছে ভূপতি ॥ সন্ন্যাসী নিকটে তুমি যাও শীঘ্রগতি ॥ কহ গিয়া দিগম্বরে মোর সমাচার । উরুদেশে চিহ্ন আছে ত্রিশূলের মার ॥ দেখিয়াছি আপনি সকল বিবরণ । সমুচিত দণ্ড তার কি করি এখন ॥ আজ্ঞামাত্র কোতয়াল চলিল ত্বরিত । সন্ন্যাসী নিকটে গিয়া হৈল উপস্থিত ॥ কোতয়াল সন্ন্যাসীকে কহে করপুটে । পাঠাইল নৃপবর তোমার নিকটে ॥ উরুদেশে চিহ্ন আছে ত্রিশূলের মার । সমুচিত দণ্ড রাজা কি করিবে তার ॥ সন্ন্যাসী শুনিয়া তবে কহে কোটালেরে । বিষম সমস্যা আমি পতিতেছি ফেরে ॥ ধর্ম্মত বিচার এই বেদের বচন । অবধ্য ব্রাহ্মণ আর নারী জাতি যেমন ॥ বালক শরণাগত যার অন্ন খাই । অপরাধে প্রাণে মারা অকর্ত্তব্য তাই ॥ ইহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম শুন হে এখন । নারীর উপর দণ্ড হয় বিসর্জ্জন ॥ বল গিয়া ভূপতিরে ছেড়ে তার প্রাণ । সমুচিত দণ্ড কর দিয়া অপমান ॥ শুনে কোতয়াল দিগম্বরের বচন । রাজার সাক্ষাতে আসি কহে বিবরণ ॥ সন্ন্যাসীর কথা রাজা করিয়া বিশ্বাস ।

পদ্মাবতী কন্যারে দিলেক বনবাস ॥ পাত্রের কুমার আর রাজার নন্দন। অশ্ব আরোহণ করি করয়ে গমন ॥ শীঘ্রগতি পদ্মাবতীর নিকটে চলিল। তিন জনে এক ঠাঁই মিলন হইল। রাজ নন্দনের সঙ্গে পাত্রের তনয়। পদ্মাবতী দেখে অতি অপরূপ হয় ॥ কুকর্ম্ম করেছি বিষ দিয়াছি তোমায়। তার সমুচিত ফল দিলে হে আমায় ॥ এখন সকল দোষ ক্ষম মহাশয়। হইনু শরণাগত লইলাম আশ্রয় ॥ মন্ত্রীপুত্র বলে তুষ্ট হয়েছি তোমারে। অনুগতা হৈলা যবে রাজার কুমারে ॥ রাজার কুমারী লয়ে তবে দুই জন। গৃহেতে চলিয়া গেলা হরষিত মন ॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা পারে খণ্ডাইতে। সুবোধ নির্ব্বোধ হয় বিপদ কালেতে ॥ দেখিয়া সোণার মৃগী শ্রীরাম ভুলিল। নহুষ অপূর্ব্ব জানে ভুলিয়া চড়িল। অষ্টবসু বশিষ্ঠের সুরভী হরিল ॥ সহসা কর্ত্তব্য নহে না জানিয়া ধর্ম্ম। ধৈর্য্য হয়ে জ্ঞানবান করিবেক কর্ম্ম ॥ কন্যা বনবাসেতে পাঠায়ে নৃপবর। শোকাকুল হইয়া ত্যজিল কলেবর ॥ বেতাল কহিছে তবে শুনহ ভূপতি। কাহার হইল পাপ কহ শীঘ্রগতি ॥ যদ্যপি অশাস্ত্র তুমি কহিবে রাজন। বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবে ততক্ষণ ॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য শুন মহাশয়। অবিচারে প্রযুক্ত রাজার পাপ হয় ॥ শুনি সন্ন্যাসীর কথা পাঠাইল বনে। না দেখে আপন চক্ষে শুনিয়া শ্রবণে ॥ ভূপতির কখন এমন কর্ম্ম নয়। বিচারে করিবে দণ্ড উচিত যে হয় ॥ শুনিয়া বেতাল তবে রাজার বচন। শিংশপার বৃক্ষে পুনঃ করয়ে গমন ॥ পয়ার প্রবন্ধে কালিদাস বিরচন। বেতাল পাঁচিশে এই প্রথম কথন ॥

দ্বিতীয় প্রশ্ন কথন।

পয়ার। পুনর্ব্বার নৃপবর উঠে বৃক্ষোপরে। শবে কাটিল তাব বেতালেরে গিয়া ধরে ॥ শব স্কন্ধে লইয়া নামিল নৃপবর। শীঘ্রগতি লৈয়া যায় সন্ন্যাসী গোচর ॥ বেতাল কহিল পুনঃ শুনহ রাজন। আর এক কথা কহি করহ শ্রবণ ॥ ধর্ম্ম-স্থল নামে এক আছয়ে নগর। গুণাধিপ নামেতে তথায় নৃপ-

বর ॥ কেশব নামেতে বিপ্র করয়ে বসতি। তাহার নন্দিনী সে নামেতে মন্দাবতী। রূপে গুণে ধন্যা কন্যা পরম যোগ্য দেখি ॥ পিতা মাতা ভ্রাতা তার মনে বড় দুঃখি ॥ অলক্ষণী হৈল কন্যা নাহি মিলে বর। অন্বেষণ করে বিপ্র দেশ দেশান্তর ॥ যুবতী দেখিয়া কন্যা ভাবিত ব্রাহ্মণী। পাত্র অন্বেষণ করি অময়ে আপনি ॥ রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ দেখি বিপ্রের নন্দন। তিন পাত্রে উপস্থিত করে তিন জন ॥ ত্রিবিক্রম নামে বিপ্র আপনি ব্রাহ্মণ। ভ্রাতা আনিলেক পাত্র নামেতে বামন ॥ ব্রাহ্মণী আনিল পাত্র শ্রীমধুসূদন। তিন পাত্র দেখি তবে চিন্তিত ব্রাহ্মণ ॥ রূপে গুণে কুলে শীলে তুল্য তিনজন। কারে বিভা দিবে কন্যা কি করি এখন ॥ পরস্পর কন্যা কর্ত্তা তিনজন। আমি যে এনেছি পাত্র উত্তম ব্রাহ্মণ ॥ এইরূপে দ্বন্দ্ব তবে করে তিনজন। বিপদ ঘটিল দেখ দৈবের ঘটন ॥ জন্ম মৃত্যু বিবাহ নির্ব্বন্ধ থাকে যেবা। নহরি শঙ্কর ব্রহ্মা নিবারিবে কেবা ॥ রজনীতে সেই কন্যা নিদ্রিত যখন। কালসর্প আসি তারে করিল দংশন ॥ কাতর হইয়া কন্যা উঠিয়া বসিল। সর্পাঘাত হৈল মোর সবারে কহিল ॥ দেখিতে দেখিতে কন্যা হয় অচেতন। সর্প বৈদ্য আনে তবে ডাকিয়া ব্রাহ্মণ॥আসিয়া সর্পের রোজা করে নিরীক্ষণ কহিতে লাগিল তবে অসাধ্য লক্ষণ ॥ পঞ্চমী নবমী ষষ্ঠী আর অষ্টমীতে। চতুর্দ্দশী তিথি শনি মঙ্গলবারেতে ॥ নক্ষত্র রোহিণী আর অশ্লেষা বিশাখা। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র মূলা মঘা আর কৃত্তিকা ॥ বার তিথি নক্ষত্রের কহিনু নির্ণয়। ইহাতে দংশিলে সর্প জানিবে সংশয় ॥ সংখ্যা কপালেতে গণ্ডে স্কন্ধে মস্তকেতে। বাহু উরু নাভি ওষ্ঠে আর জঠরেতে ॥ জঘনে কক্ষেতে আর স্তনের সন্ধিস্থলে। অঙ্গুলির মধ্য দেশে আর গুহ্য মূলে ॥ জীর্ণ দেবালয় শ্মশানেতে সর্পাঘাত হয়। নিশ্চয় জানিবে সেই যায় যমালয় ॥ উপদ্রব অবিভূতা অঙ্গের ভঞ্জন। হিক্কা দাহ সর্ব্ব এই মৃত্যুর লক্ষণ ॥ ইহার অধিক আর কি কব ব্রাহ্মণ। মরিল তোমার কন্যা করহ দাহন ॥ খেদান্বিত হয়ে তবে চলিল ব্রা

মুণ। শ্মশানেতে লয়ে কন্যা করয়ে দাহন॥ বরপাত্র তিনজন হৈয়া খেদান্বিত। শ্মশানেতে তিনজন চলিল ত্বরিত॥ এক জন শোকাকুল হইয়া তখন। অস্থি লয়ে গঙ্গাতে করিল সমর্পণ॥ আর একজন শোকে হইয়া কাতর। শ্মশান নিকটে থাকে বান্ধি এক ঘর॥ আর এক জন বিপ্র কন্যার কারণ। শোকেতে আকুল হয়ে করয়ে রোদন॥ তার চিতা ভস্ম কিছু করিয়া গ্রহণ। দেশ দেশান্তরে ফিরে বিপ্রের নন্দন॥ ক্ষুধায় কাতর হৈয়া ভোজনের আশে। অতিথি হইল এক ব্রাহ্মণের বাসে॥ ব্রাহ্মণ অতিথি পাইয়া করয়ে যতন। ব্রাহ্মণীকে কহিলেক করিতে রন্ধন॥ ব্রাহ্মণী রন্ধন তবে করে ততক্ষণ। কোলেতে থাকিয়া শিশু করয়ে রোদন॥ ব্রাহ্মণী হইয়া ক্রুদ্ধ সন্তানে ধরিয়া। জলন্ত অনলে তারে দিল ফেলাইয়া॥ পুড়িয়া মরিল পুত্র নাহি দুঃখ জ্ঞান। বসিয়া দেখিল সব অতিথি ব্রাহ্মণ॥ ব্রাহ্মণী রন্ধন করে করিয়া যতন। অতিথিরে কহিতেছে করহ ভোজন॥ অতিথি বিস্ময় হয়ে কহিছে তখন। তোমার ঘরেতে মোর না হবে ভক্ষণ॥ করিলে সন্তান হত্যা হইলে পাপিনী। কখন তোমার অন্ন না খাব ব্রাহ্মণী॥ এত শুনি হাসিলেন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ। কোন দেশে থাক তুমি অতিথি ব্রাহ্মণ॥ মরিয়াছে পুত্র মোর করিয়াছ জ্ঞান। বাচাইব সেই শিশু তব বিদ্যমান॥ এত বলি কিছু ভস্ম শিশুর লইয়া। মৃত্যু সঞ্জিবনী মন্ত্রে দিল বাঁচাইয়া॥ জীবন পাইয়া শিশু করয়ে রোদন। স্তনপান করাইল ব্রাহ্মণী তখন॥ দেখিয়া বিস্ময় মন হইল অতিথি। করিল অনেক স্তুতি ব্রাহ্মণের প্রতি॥ অতিথির প্রতি তবে কহিল ব্রাহ্মণ। অতঃপর তুমি আসি করহ ভোজন॥ অতিথি কহিছে কিছু করি নিবেদন। যে মন্ত্রেতে বাঁচাইলে আপন নন্দন॥ সেই মন্ত্র আমারে যদ্যপি কর দান। ভোজন করিব তবে শুনহ ব্রাহ্মণ॥ পরমাসুন্দরী এক ব্রাহ্মণ নন্দিনী। সর্পাঘাতে মরিয়াছে এইত রমণী॥ তাহার শোকেতে আমি হইয়া অবশ। দেশে দেশে ভ্রমিতেছি ছাড়ি গৃহবাস॥ অতিথির প্রতি বিপ্র করয়ে

উত্তর। বীর্য্যহানি হয় মন্ত্র হৈলে দেশান্তর॥ অস্থি কিম্বা ভস্ম থাকে আন শীঘ্রগতি। বাঁচাইয়া দিব কন্যা শুনরে অতিথি॥ এতশুনি অতিথির আনন্দিত মন। ভস্ম ছিল সঙ্গেতে দিলেক ততক্ষণ॥ মৃত্যু সঞ্জিবনী মন্ত্র পড়িল ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বমত হৈল কন্যা পাইয়া জীবন॥ কন্যা বলে কোথা ছিলাম আইলাম কোথা। কোথায় রহিল গৃহ কোথা মাতা পিতা॥ এতেক বলিয়া কন্যা করয়ে রোদন। ব্রাহ্মণ কহিল তবে সব বিবরণ॥ কন্যা বলে চল তবে পিতার সদন। কন্যারে লইয়া শীঘ্র আইল ব্রাহ্মণ॥ দেশেতে আইলা তারে আশ্চর্য্য দেখিয়া। ব্রাহ্মণেরে সমাচার কহিলেক গিয়া॥ শুনি আনন্দিত মন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ। কন্যারে আনিতে দৌড়ে যায় ততক্ষণ॥ পরস্পর দুই বর শুনিয়া তখন। উপনীত হয় আসি ব্রাহ্মণ-নন্দন। পূর্ব্বমত তিন বর একত্র হইল। ব্রাহ্মণ কন্যারে লয়ে গৃহেতে আইল॥ তিনবর বলে কন্যা আমারে অংশিবে। ব্রাহ্মণ ভাবিছে কন্যা কারে দান দিবে॥ বেতাল কহিছে তবে ভূপতির প্রতি। কন্যা কে পাইবে রাজা কহ শীঘ্রগতি॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য করি নিবেদন। যাহা হইতে বিপ্র কন্যা পাইল জীবন॥ সেই জন পিতৃতুল্য জানিবা নিশ্চয়। তারে কন্যা দান করা উপযুক্ত নয়॥ যে জন গঙ্গাতে অস্থি করে সমর্পণ। করিল পুত্রের কার্য্য না পারে সে জন॥ শ্মশানে করিয়া ঘর ছিল যেইজন। কন্যাকে পাইবে সেই ব্রাহ্মণনন্দন॥ সন্দেহ নাহিক কিছু জানিবে বিশেষে। দ্বিতীয় কথন হৈল বেতাল পঁচিশে॥ করিলা শিংশপা বৃক্ষে বেতাল গমন। রচিল পয়ারে কালীদাস বিচক্ষণ॥

তৃতীয় প্রশ্ন কথন।

পয়ার। শব যদি বৃক্ষে পুনঃ করিল গমন। বৃক্ষোপরে ভূপতি উঠিল ততক্ষণ॥ শব লয়ে পুনর্ব্বার ভূমেতে নামিল। সন্ন্যাসীর নিকটেতে লইয়া চলিল॥ বেতাল কহিছে তবে শুন নৃপবর। আর এক প্রশ্ন বলি মনোযোগ কর॥ বর্দ্ধমান নামে

এক আছয়ে নগর। রূপসেন নামেতে তথায় নৃপবর॥ কুলে
শীলে কীর্ত্তি যশে ধর্ম্মেতে তৎপর। ধনে ধনবান দানে কর্ণের
সোসর॥ আর এক নৃপসুত নামে বীরবর। গুণে গুণবান
সেই বুদ্ধের সাগর॥ রূপসেন ভুপতির প্রশংসা শুনিয়া।
বীরবর সেইস্থানে উত্তরিল গিয়া॥ বসিয়াছে রূপসেন লয়ে
সভাসত। পাত্রমিত্র প্রজাগণ বন্ধুবর্গ যত॥ হেনকালে বীর-
বর আসিয়া তথায়। রাজারে সম্ভাষ করি বসিল সভায়॥
রাজা বলে আপনার দেহ পরিচয়। কি কারণে আসিয়াছ কহ
কি আশয়॥ বীরবর বলে তুমি বিখ্যাত রাজন। করিব তো-
মার সেবা বাসনা এমন॥ আশ্রিত বলিয়া যদি করহ পালন।
এইস্থানে কিছু কাল করিব বঞ্চন॥ রাজা বলে তোমারে
দেখি হে রাজসুত। তোমার জীবিকা বৃত্তি দিন প্রতি কত॥
বীরবর বলে যদি করিবে পালন। সহস্র সুবর্ণ মোরে দিবে
হে রাজন॥ ভুপতির পাত্রমিত্র সভাসদ জন। হাসিতে
লাগিল সবে শুনিয়া বচন॥ রাজা বলে কোন কর্ম্মে পারক
হইবে। নিত্য২ সহস্রেক সুবর্ণ লইবে॥ সহস্রেক মুদ্রা হেতু
কহিছে বীরবর। যা বলিবে সব কর্ম্মে হইব তৎপর॥ সহস্র
সুবর্ণ দিতে হইলে কাতর। না রব তোমার কাছে যাব স্থানা-
ন্তর॥ শুনিয়া ভুপতি ভাবিতেছে মনেমন। সামান্য মনুষ্য না
হইবে এইজন॥ এসেছ আমার কাছে মন লুব্ধ হয়ে। অকর্ত্ত-
ব্য কর্ম্ম হয় দিলে ফিরাইয়ে॥ এতেক ভাবিয়া রাজা কহে
পুনর্ব্বার। সহস্র সুবর্ণ দিব করি অঙ্গীকার॥ যে আজ্ঞা বলিয়া
তবে বীরবর কয়। কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর মহাশয়॥ রাজা
বলে নিকটেতে সর্ব্বদা থাকিবে। রজনীতে দ্বারপাল হইয়া
রহিবে॥ এইরূপে বীরবর রহিল তথায়। সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা
প্রতি দিন পায়॥ ছয় ভাগ তাহারে করিয়া ততক্ষণে। দুই
ভাগ ব্যয় করে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণে॥ চারিভাগ গৃহে লয়ে করয়ে
সঞ্চয়। এইরূপে বীরবর কিছুকাল রয়॥ এক দিন অর্দ্ধনিশি
সময়ে ভুপতি। দ্বারপাল নিকটে আইল শীঘ্রগতি॥ কি কর
হে দ্বারপাল জিজ্ঞাসে রাজন। বীরবর বলে রাজা না করে

বচন ॥ এখন কর্ত্তব্য নহে অন্য আলাপন। শুন দেখি কোন জন করয়ে রোদন ॥ দ্বিতীয় প্রহর ঘোর হইল রজনী। এমন সময়ে কান্দে কাহার কামিনী ॥ রাজা বলে আসিয়াছি উহার কারণ। রোদন করয়ে কেবা কর অন্বেষণ ॥ শব্দ অনুসারেতে চলিল বীরবর। দিগ্বিদিক নাহি জ্ঞান দক্ষিণ উত্তর ॥ সাহস দেখিয়া রাজা হরষিত মন। তাহার পশ্চাতে যায় হইয়া গোপন ॥ দেখে শ্মশানেতে গিয়া কন্যা এক জন। অতি দুঃখিনীর ন্যায় করয়ে রোদন ॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে উন্মত্তার বেশী। ক্ষণে২ নৃত্য করে বিগলিত কেশী ॥ ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে ক্ষণে গড়াগড়ি। ক্ষণে ক্ষণে আস্ফালন হুহুঙ্কার ছাড়ি ॥ শোকেতে যুবতী অতি হইয়া মগনা। রোদন করিছে অশ্রু হীনে দ্বিনয়না ॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া তারে বীরবর কয়। কে আপনি ঠাকুরাণী দেহ পরিচয় ॥ যক্ষনারী কিন্নরী কি নাগপত্নী দেবী। রাক্ষসী পিচাসি কিম্বা হইবে মানবী ॥ ঘোর নিশি অন্ধকারে শ্মশানে ভ্রমণ। রোদন করহে কেন কহ বিবরণ ॥ কন্যা বলে বিবরণ শুন তবে কই। রূপসেন ভুপতির রাজালক্ষ্মী হই ॥ চিরদিন আছিলাম তাহার আশ্রয়। বিপদ ঘটিল তার জীবন সংশয় ॥ তিনদিন বিলম্বেতে মরিবে রাজন। ব্যাকুল হইয়া কান্দি তাহার কারণ ॥ এত শুনি বীরবর বিরস বদন। রাজলক্ষ্মী প্রতি তবে কহিছে তখন ॥ যদি কিছু থাকে মাতা ইহার উপায়। কোন রূপে নৃপবর প্রাণদান পায় ॥ রাজলক্ষ্মী কহিলেন শুন বীরবর। দুঃসাহসী কর্ম্মেতে সাহস যদি কর ॥ আপন নন্দনে যদি দেহ বলিদান। শতায়ু পাইবে রাজা পাবে প্রাণদান ॥ বীরবর বলে মাতা এই কোন কথা। এখনি কাটিয়া দিব নিজ পুত্র মাথা ॥ এত বলি বীরবর করিল গমন। তাহার পশ্চাৎ গত হইল রাজন ॥ বীরবর আপনার গৃহে উপনীত। স্ত্রী পুত্র কন্যা সবে আছে সুনিদ্রিত। উঠ বলিয়া চেতন করাইল। পুত্র প্রতি বীরবর সকলি কহিল ॥ তনয় কহিছে পিতা করি নিবেদন। যাহার অন্নেতে করি

শরীর ধারণ। তার অর্থে প্রাণ দেওয়া অকর্ত্তব্য নয়। সম্মত হইনু আমি জানিবা নিশ্চয়॥ রাজা যদি ছলে করে সর্ব্বস্ব হরণ। মাতা পুত্রে বিষ যদি করায় ভোজন॥ জন্মিলে যে আছে মৃত্যু না হয় খণ্ডন। তবে কেন পিতৃ আজ্ঞা করিব লঙ্ঘন॥ এতেক বলিয়া পুত্র পিতার সহিত। রাজলক্ষ্মী নিকটেতে চলিল ত্বরিত॥ সর্ব্ব সুলক্ষণা বীরবরের ললনা। রূপে গুণে ধন্যা সতী পতি পরায়ণা॥ শতায়ু হইবে রাজা পুত্রের মরণে। দ্বিতীয়ত স্বামী আজ্ঞা লঙ্ঘিবে কেমনে॥ বারণ করিতে নারে হইল ফাঁফর। শোকানিলে তনুস্থলে ব্যাকুল অন্তর॥ ভ্রাতার মরণ শুনি ভগ্নী সশঙ্কিত। বুঝিতে না পারি কিছু পিতার চরিত॥ শতায়ু হইবে রাজা তাহার কারণে। কেমনে করিবে বধ আপন নন্দনে॥ বীরবর পুত্রে লয়ে করয়ে গমন। স্ত্রী কন্যা পশ্চাতে সবে চলিল তখন॥ রমণীর প্রতি তবে বীরবর কয়। তোমরা যাইতে সঙ্গে উপযুক্ত নয়॥ আমার বচন তুমি করিয়া গ্রহণ। কন্যারে লইয়া গৃহে করহ গমন॥ কহিতেছে যুবতী পতির বাক্য শুনি। সংসারের সার পুত্র বধিবা আপনি॥ কি ছার সংসার আর কার মুখ চাই। যুবতীর পতি গতি সঙ্গে তেঁই যাই॥ বীরবর বলে যদি না রবে গৃহেতে। কন্যার সহিত যাও পিতৃ আলয়েতে॥ পুনর্ব্বার যুবতী কহিছে পতি প্রতি। স্বামী রমণীর গতি স্বামী ধন অতি॥ নাহি জানি পিতা মাতা বান্ধব স্বজন। নিরন্তর সেবা করি পতির চরণ॥ পতির নিকটে থাকে এই স্ত্রীর ধর্ম্ম। দান ধ্যান ব্রত আদি মিথ্যা সর্ব্ব কর্ম্ম। স্বামী যদি অন্ধ কুঁজা হয় কুষ্ঠান্বিত। অথবা আপদ্ গ্রস্ত ব্যাধিতে পীড়িত॥ ইহাতে বিভিন্ন ভাব ভাবে যে যুবতী। নিশ্চয় জানিবে তার হয় অধোগতি॥ এত শুনি বীরবর মৌন ভাব হৈল। সকলে মিলিত হয়ে তথায় চলিল॥ নিকটে রহিল রাজা হইয়া গোপন। নিরন্তর শুনিল সকল বিবরণ॥ তবে বীরবর রাজলক্ষ্মীর নিকটে। তার পরে গিয়া দাণ্ডাইল করপুটে॥ নমস্কার করি করে পূজার বিধান। তার পর পুত্র

লয়ে দিল বলিদান ॥ পুত্রের মরণে মাতা করে হাহাকার। খড়্গ লয়ে মস্তক কাটিল আপনার ॥ ভ্রাতা শোকে কন্যা না রাখে জীবন। খড়্গ লয়ে মস্তক কাটিল ততক্ষণ ॥ তিনজন মরিল দেখিয়া বীরবর। দুঃখানলে তনু জ্বলে ব্যাকুল অন্তর ॥ ভাবে মনে কি কারণে সেবিব রাজন ॥ কেন বা করিব আর ধন উপার্জ্জন ॥ পুত্র কন্যা রমণী মরিল তিন জন। আমার জীবনে আর কোন প্রয়োজন ॥ এতবলি বীরবর হারাইল জ্ঞান। আপন মস্তক কাটি করে দুই খান ॥ সগোষ্ঠি সহিত যদি মরে বীরবর। গোপনে থাকিয়া তাহা দেখে নরেশ্বর ॥ শত্রায়ু হইব আমি তাহার কারণ। সগোষ্ঠিতে বীরবর ত্যজিল জীবন ॥ এমন বান্ধব আমি নাহি পাব আর। শোকান্বিত হয়ে রাজা করে হাহাকার ॥ ধিক্ রাজ্য ধন জন ধিক্ এ জীবন। আমি প্রাণ দিব বলি বীরবরের কারণ ॥ এতবলি খড়্গ তুলি দিতে চাহে গলে। রাজলক্ষ্মী হেনকালে ভূপতিরে বলে ॥ সাহস দেখিয়া তবে হয়েছি বিস্ময়। বর কিছু লহ বাঞ্ছা মনে যাহা লয় ॥ রাজা বলে তবে মাতা অনুকূল হয়ে। সগোষ্ঠিতে বীরবরে দেহ বাঁচাইয়ে ॥ ভূপতির কথা দেবী করি অঙ্গিকার। অমৃত আনিয়া অঙ্গে দিল সবাকার ॥ বাঁচিয়া উঠিল বীরবরের চারিজন। রূপসেন ভূপতির আনন্দিত মন ॥ বীরবরে অর্দ্ধরাজ্য দিলেক রাজন। হৃষ্ট হয়ে গৃহে তবে যায় ততক্ষণ ॥ রচিয়া পয়ার তবে কালীদাস কয়। সাহসে অধিক কেবা করহ নির্ণয় ॥

লঘু-ত্রিপদী। কহিছে বেতাল, ওহে মহীপাল, শুন বচন আমার। ইহার মধ্যেতে, তব বিচারেতে, সাহস অধিক কার ॥ কহিছে রাজন, মোর নিবেদন, শুন তবে মহাশয়। স্বামীর কারণ, সেবকের প্রাণ, ত্যজিতে উচিত হয় ॥ সেবক কারণ স্বামী যেই জন, কোথায় শুনেছ নাকি। রাজা তুচ্ছ জ্ঞান, করিলা রাজন, তাহারি সাহস দেখি ॥ কালীদাস কন, বেতাল তখন, শিংশপা বৃক্ষেতে যায়। তবে নৃপবর, উঠে বৃক্ষোপর, ধরিলেক গিয়া তায় ॥

চতুর্থ প্রশ্ন কথন।

লঘু-ত্রিপদী। শব লয়ে স্কন্ধে, নামিল আনন্দে, ত্বরান্বিত হইয়া অতি। বেতাল তখন, কহিতেছে শুন, বিক্রমাদিত্যের প্রতি ॥ গ্রাম ভগবতী, তথায় ভুপতি, রূপসেন নাম ধর। পরম সুন্দর, রূপ মনোহর, বিখ্যাত যে নৃপবর। রাজা কুতুহলে, শুক পাক্ষী পালে, গুণ তার কব কত ॥ যাহা জিজ্ঞাসিবে, সকলি কহিবে ভুত ভবিষ্যৎ যত ॥ দৈবে এক দিন, জিজ্ঞাসে রাজন, আসিয়া শুকের কাছে। আমি হে যেমন, সুন্দরী তেমন রাজকন্যা কোথা আছে। কে হইবে রাণী, বল দেখি শুনি, জানি তাহার সন্ধান। যৌবন সময়, বিভা নাহি হয়, ঔদাস্য সদত মন ॥ শুক ততক্ষণে, কহিছে রাজনে, অবধান তব কর। মগধ রাজ্যের, যেই নৃপবর, নাম মগধ ঈশ্বর ॥ তাহার দুহিতা, রূপ গুণান্বিতা, নামেতে হয় সুন্দরী। সুবুদ্ধি পণ্ডিতা, তোমার বনিতা, হইবেক সেই নারী ॥ শুনিয়া তখন আনন্দিত মন, ভুপতি করে গমন। দৈবের ঘটন, হইবে মিলন, শুন তার বিবরণ ॥ মগধ কুমারী, পেয়ে এক শারী, সুবর্ণ পিঞ্জরে রাখে ॥ যৌবন সময়, বিবাহ না হয়, আসিয়া জিজ্ঞাসে তাকে ॥ শুন দেখি শারী, আমি যে সুন্দরী, কেবা হবে মোর বর। রাজার কুমার, কে আছে সুন্দর কোন দেশে তার ঘর ॥ শারী কহে শুন, রাজা রূপসেন ভগবতী দেশে স্থিতি। পরম সুন্দর, রূপ মনোহর, হবে তোমার পতি ॥ শারীর বচন, শুনি ততক্ষণ, পীড়িত মন্মথ বাণে। দহে কলেবরে, সম্বরিতে নারে, ব্যাকুলা হইলা প্রাণে ॥ করিয়া যুকতি, লিখিলেক পাতি তার করে প্রসারণ। তোমারে রাজন করিবে বরণ, এই মোর নিবেদন ॥ লয়ে সেই পাতি, দূত শীঘ্রগতি, গোপনে ত্বরায় যায়। ত্বরান্বিত হয়ে, উত্তরিলা গিয়ে, যথা রূপসেন রায় ॥ করিয়া প্রণতি, দেখাইল পাতি, কহিলেক বিবরণ। ত্রিপদী রচনে, কালীদাস ভণে, নৃপতির হৃষ্টমন ॥

পয়ার। পত্র পাঠ করি রাজা পুলকে পূর্ণিত। মগধ রাজ্যেতে গেল শুকের সহিত॥ মগধ রাজার সহ সাক্ষাৎ করিল। সমাদর করি রূপসেন বসাইল॥ রূপসেন জিজ্ঞাসিল মগধ রাজন। কি হেতু হইল বাপু তব আগমন॥ রূপসেন বলে রাজা নিবেদন করি। কন্যা এক আছে তব পরমা সুন্দরী॥ সেই কন্যা যদি মোরে দেহ মহাশয়। আসিয়াছি সেই হেতু জানিহ নিশ্চয়॥ মগধ রাজন বলে সেই কোন কথা। তোমারে সে কন্যা দিব না হবে অন্যথা॥ তবে এক দিন লগ্ন নির্ণয় করিল। শুভক্ষণে শুভদিনে বিবাহ হইল॥ একত্র হইয়া বর কন্যা দুইজন। বাসর ঘরেতে গিয়া করিল শয়ন॥ পিঞ্জরেতে শারী পক্ষী দেখিয়া রাজন। আপনার শুক পক্ষী আনে ততক্ষণ॥ রাজারাণী দুইজনে করিয়া কৌতুক। শারীর পিঞ্জরে লয়ে রাখ গিয়া শুক॥ বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল হইল মিলন। তুমি তাহে বিষাদিত হৈলে কি কারণ॥ অনঙ্গেতে কলেবর দহিছে আমার। আলিঙ্গন দিয়ে প্রিয়ে কর প্রতিকার॥ বিমুখ হইয়া শারী কহিছে তখন। পুরুষেতে কিছু মোর নাহি প্রয়োজন॥ দেখিলে তাহার মুখ উপজে পাতক। সহজে পুরুষ অতি বিশ্বাস ঘাতক॥ শুনিয়া শারীর কথা কহিতেছে শুক। পুরুষ নির্লজ্জ অতি দেখে নারী মুখ॥ অনেক অন্তর তুরঙ্গম করীবর। লোহা আর কাষ্ঠে দেখি অনেক অন্তর॥ অনেক অন্তর দেখি পাষাণ বাসুন। অনেক অন্তর নারী পুরুষ সুজন॥ অনাচার সদা লোভী নির্দ্দয়া পাপিনী। অবিশ্বাসী মুধা নারী পুরুষ ঘাতিনী॥ এইরূপ পরস্পর দ্বন্দ্ব দুই জনে। রাজা বলে দ্বন্দ্ব কর কিসের কারণে॥ শারী বলে রাজা তবে করি নিবেদন। পুরুষ পাপিষ্ঠ জানি না দেখি বদন॥ স্ত্রীবধের ভয় নাহি করে কদাচন। ইহার বৃত্তান্ত বলি করহ শ্রবণ॥ এলাগার নামে এক আছয়ে নগর। মহা ধনবান তথা ছিল সদাগর॥ তাহার নন্দন তার নাম ধনঞ্জয়। বিবাহের যোগ্য হৈল যৌবন সময়॥ পুত্রের বিবাহ হেতু ভাবে সদাগর। কন্যা অন্বেষণ করে দেশ দেশান্তর॥ বর্দ্ধ-

স্থানে সদাগর ছিল একজন। রাজবতী তার কন্যা সর্ব্ব সুলক্ষণা॥ সেই কন্যা ধনঞ্জয়ে বিবাহ হইল। যৌতুক লইয়া কন্যা পিতৃগৃহে গেল॥ কিছুদিন পরে মহাধন সদাগর। কালপূর্ণ হইল ত্যজিল কলেবর॥ ধনঞ্জয় অধিকারি ধনের হইল। ক্রমেতে সকল ধন পাশায় হারিল॥ অন্নবস্ত্র হীন হয়ে সাধুর তনয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া গেল শ্বশুর আলয়॥ জামাতা দেখিয়া আনন্দিত হৈল সব। কুটুম্ব বান্ধব লয়ে করে মহোৎসব। এই রূপ কিছুকাল তথায় রহিল। রমণী লইয়া শেষে দেশেতে চলিল॥ কত দূরে গিয়া কহিতেছে ধনঞ্জয়। ভয়ানক স্থান এই আছে দস্যুভয়॥ আমার বচন প্রিয়ে করহ গ্রহণ। দেহ মোরে অঙ্গে যত আছে আভরণ॥ গোপনে বান্ধিয়া সব লব বসনেতে। দুঃখিনীর প্রায় তুমি চলহ সঙ্গেতে॥ শুনিয়া পতির কথা যুবতী তখন। খসাইয়া দিল যত অঙ্গ আভরণ॥ আভরণ লয়ে কিছু দয়া না হইল। রমণীরে কূপে ফেলাইয়া পলাইল॥ কূপেতে পড়িয়া ধনী করয়ে রোদন। হেনকালে শুনিল পথিক একজন॥ দেখিল সে নারী এক পড়িয়া কূপেতে। শীঘ্রগতি তুলিলেক ধরিয়া করেতে॥ জিজ্ঞাসিল কূপে পড়ে ছিল কি কারণে। অন্য কথা বলি ধনী বুঝায় সেজনে॥ ভয়ে ভীতা একাকিনী কান্দিতেছে। উপনীত হৈল ধনী পিত্রালয়েতে॥ দেখিয়া বিস্ময় সবে জিজ্ঞাসে তখন। কোথা তব পতি গেল কোথা আভরণ॥ সাধুর নন্দিনী বলে শুন বিবরণ। চোরেতে লইল মোর যত আভরণ॥ স্বামিরে ধরিয়া সাথে বন্ধন করিয়া। জাতি রক্ষা হেতু আইলাম পলাইয়া॥ এত শুনি শোকান্বিত সকলে হইল। প্রবোধ বচনে কন্যা প্রতি বুঝাইল॥ আভরণ লয়ে তবে যায় ধনঞ্জয়। উপনীত হৈল তবে গিয়া নিজালয়॥ বিক্রয় করিতে নাহি বিলম্ব সহিল। অমনি লইয়া পুনঃ পাশায় হারিল॥ কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার ধনঞ্জয়। উপনীত হৈল গিয়া শ্বশুর আলয়॥ আভরণ লইয়াছে আছে সেই ভয়। গৃহমধ্যে সাহসে প্রবেশ নাহি হয়॥ স্বামীরে দেখিয়া তবে যুবতী তখন। করে ধরি গৃহেতে লইল

ভতক্ষণ ॥ ভাবনা কি আছে তব স্থির কর মন। চোরে নিল আভরণ জানে সর্ব্বজন॥ তোমার কি দোষ তাহে শুন গুণমণি। নির্ভয় হইয়া তুমি থাকহ আপনি॥ রমণীর কথা শুনি তুষ্ট ধনঞ্জয়। কিছুকাল রহিলেক শ্বশুর আলয়॥ আভরণ নাহি অঙ্গে কন্যা বিষাদিনী। আপনার আভরণ দিলেক জননী॥ এক দিন ধনঞ্জয় উদ্যোগী হইয়া। গৃহেতে চলিল পুনঃ রমণী লইয়া॥ কতদূর যাইতে অস্ত হৈল দিনমণি। সেই স্থানে দুই জনে বঞ্চয়ে রজনী॥ নিশি অবসানে ধনঞ্জয় নিদারুণ। রমণীরে বধ করি নিল আভরণ॥ সেইস্থানে মৃত্যু হৈল পাড়িয়া রহিল। ধনঞ্জয় আপনার গৃহেতে চলিল॥ শুন নৃপবর এই পুরুষের কর্ম্ম। অনায়াসে করিলেক স্ত্রীবধ অধর্ম্ম॥ ইহাতে অন্যথা কিছু না ভাব রাজন। প্রত্যক্ষে দেখেছি আমি নয়নে আপন॥ অতএব এই হেতু করি নিবেদন। পুরুষে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন॥ শুনিয়া শারীর কথা বিস্ময় ভূপতি। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল শুক প্রতি॥ শারীর সহিত দ্বন্দ্ব কেন কর শুক। কেনবা না দেখ তুমি রমণীর মুখ॥ পুরুষের দোষ শারী কহিল আপনি। রমণীর দোষ তুমি কহ কিছু শুনি॥ শুক বলে তবে রাজা করহ শ্রবণ। পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিচক্ষণ॥

পয়ার। কর্ণপুর নগরেতে সাধু এক জন। নামেতে সাগর দত্ত অপ্রমিত ধন॥ শ্রীদত্ত নামেতে সাধু তাহার তনয়। বিবাহের যোগ্য হৈল যৌবন সময়। ত্রিপুর নগরে সোমদত্তের দুহিতা। শ্রীদত্ত সাধুর সঙ্গে হৈল বিবাহিতা॥ শুভক্ষণে বর কন্যা গৃহেতে আইল। যৌতুক লইয়া কন্যা পিতৃ গৃহে গেল॥ কিছু দিন পরেতে শ্রীদত্ত সদাগর। বাণিজ্য করিতে গেল দেশ দেশান্তর। চির দিন প্রবাসেতে শ্রীদত্ত রহিল। পিতৃগৃহে নারীত যে যুবতী হইল॥ সখীগণ সহিত বসিয়া ধনী কয়। না আইল পতি মোর যৌবন সময়॥ এরূপ লাবণ্য বৃথা গেল অকারণ। পুরুষ সহিত না হইল দরশন॥ সহিতে না পারি আর বিরহের ভার। বল দেখি সখী কি করিব প্রতিকার॥

চিরকাল বিদেশেতে থাকে যদি পতি। বিরহিনী অনার কি হবে তব গতি॥ মন্মথে মাতিয়া ধনী ধরি সখী করে। সাধুর তনয়া যায় অট্টালিকোপরে॥ এক চিত্তে রাজপথ করে নিরীক্ষণ। হেনকালে পুরুষ দেখিল এক জন॥ পরম সুন্দর রূপ মদনমোহন। উভয় কটাক্ষ বাণে মোহিত দুজন॥ অস্থির হইয়া সোম দত্তের নন্দিনী॥ সখীরে করিয়া দূতী পাঠায় তখনি॥ বল গিয়া পুরুষেরে সাধুর নন্দিনী। তোমার সহিত অদ্য বঞ্চিব রজনী। নিকটে নাহিক পতি বসন্ত সময়। অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ হইয়া নির্দ্দয়॥ যৌবন তরঙ্গে তার ভাসিছেতে তরী। কে আর করিবে পার হইয়া কাণ্ডারী॥ পারক হইয়া ইথে সহ যদি ভার। আপনি আসিয়া তবে হও কর্ণধার॥ ইহাতে সে জন যদি অঙ্গীকার করে। আসিতে বলিবে তবে মালিনীর ঘরে॥ রজনীতে আমি তথা করিব গমন। সেই স্থানে দুইজনে হইবে মিলন॥ এত শুনি সখী তবে চলিল ত্বরিত। পুরুষের কাছে তবে হৈল উপনীত॥ সাধুর নন্দিনী তারে কহিল যেমন। সখী গিয়া পুরুষেরে কহিল তেমন॥ শুনিয়া তাহার কথা সেই জন কয়। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়॥ মালিনীর ঘরে আমি যাব রজনীতে। সাধুর কন্যারে তুমি কহিবে আসিতে॥ মন্ত্রণা হইল স্থির সখী গিয়া কয়। সাধুর নন্দিনী শুনে প্রফুল্ল হৃদয়॥ সুন্দর পুরুষ যদি দেখয়ে যুবতী। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ত্যজি বাঞ্ছা করে রতি॥ লজ্জা ভয় নাহি করে সম্পর্ক নির্ণয়। স্থান ক্ষণ নাহি মিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়॥ যাচক পুরুষ সেই কালে না পাইল। যুবতীর ধর্ম্ম রক্ষা এ হেতু হইল॥ ঘৃতকুম্ভ সমা নারী শুনেছ যেমন। পুরুষেরে জানিবে জ্বলন্ত হুতাশন॥ একত্র না করে দোঁহে সুবুদ্ধি যে হয়। অগ্নির উত্তাপে ঘৃত গলয়ে নিশ্চয়॥ রজনী হইল সাধু নন্দিনী তখন। বসন ভূষণ পরে নানা আভরণ॥ সঙ্কেত সময়ে ধনী চলিল তখন। মালিনীর ঘরে দোঁহে হইল মিলন॥ উভয় জনার মন উভয়েতে ছিল। মালিনীর মিলনেতে নাগরে ভাসিল॥

নানা রঙ্গরসে করে রজনী বঞ্চন। নিশি শেষে নিজবাসে যায় দুইজন॥ নিত্য২ রজনীতে সঙ্কেত সময়। মালিনীর ঘরে পোঁছে উপনীত হয়॥ দর্শনে হৃদয় পদ্ম হয় প্রকাশিত। দিনে২ অতিশয় বাড়িল সম্প্রীত॥ তবে কত দিন পরে সাধুর তনয়। উপস্থিত হৈল গিয়া শ্বশুর আলয়। সবে হরষিত হয় দেখিয়া জামতা। স্বামিরে দেখিয়া ধনী হয় বিষাদিতা॥ দুঃখের সাগরে রামা হইল মগন। মৌনেতে রহিল কোন না কহে বচন॥ অধৈর্য্য হইয়া মনে গণয়ে প্রমাদ। বিধাতা আমারে বুঝি সাধিলেক বাদ॥ এই রূপে দিবাগমে রজনী সময়। শয়ন ঘরেতে যায় সাধুর তনয়॥ কন্যা প্রতি প্রসূতি কহিছে ততক্ষণ। যাহ বাছা ঘরে গিয়া করহ শয়ন॥ জননীর কথা ধনী না করে শ্রবণ। স্বামীর নিকটে নাহি করয়ে গমন॥ কুপিত হইয়া তারে কহিতেছে মাতা। প্রৌঢ়া হয়ে দেখি তোরে বালা বধুযুতা॥ জামাতা আইল ঘরে চির দিনান্তরে। এত বলি সখীরে সঙ্কেত তবে করে॥ সখীরা ধরিয়া লয়েরাখে বাসঘরে॥ যুবতীরে দেখিসাধু আনন্দিতমন। আইস২ প্রেয়সী হে কহিছে তখন॥ প্রিয়বাক্যে রমণীরে তোষে সাধুসুত। যুবতী তাহাতে হয় অতি দুঃখযুত॥ আপাদ মস্তক ধনী বস্ত্রে আচ্ছাদিয়া। পতিরে পশ্চাতে করি রহিল শুইয়া॥ কতমতে বুঝাইল সাধুর নন্দন। সে কথা কিছুই ধনী না করে গ্রহণ॥ বলে ছলে বিনয়ে না হয় সব বধু। বরণ কেমন তার না দেখিল সাধু॥ নিরস্ত হইল কিছু কথা নাহি কয়। অভিমানে নিদ্রা যায় সাধুর তনয়। সাধুর নিবাসে এসেছিল চোরগণ। গবাক্ষ দ্বারেতে থাকিশুনে বিবরণ॥ নিদ্রাগত হৈল পতি দেখিয়া তখন। উপপতির নিকটেতে করিল গমন॥ চোর বলে নিজ পতি করিয়া বর্জ্জন। উপপতির সম্ভোগেতে তৃপ্ত যার মন॥ স্বামীরে রাখিয়া ঘরে স্থানান্তর হয়। সৈরিন্ধ্রী বলিয়া সেই রমণীরে কয়॥ পাতক হইবে যদি করহ স্পর্শন। নাহি বল উহার অঙ্গের আভরণ॥ নিত্য বুঝি এই রূপ করে ব্যবহার। চল সেই পুরুষের বাড়ি

প্রতিকার ॥ এত বলি বারিনীর ঘরে দেখে গিয়া। যুবক পুরুষ এক আছয়ে শুইয়া ॥ তীক্ষ্ণ খড়্গ মারি তারে দুই- খান করে। কৌতুকে দেখয়ে চোর থাকিয়া অন্তরে ॥ মদন- দের বশে ধনী হয়ে অচেতন। মৃত উপপতিরে [illegible] আনি জন ॥ অগৌর চন্দন অঙ্গে করয়ে লেপন। তাম্বুল [illegible] আনি রাখি করয়ে ভক্ষণ ॥ মৌনেতে রহিলে কেন [illegible] কথা। উঠ২ প্রাণনাথ খাও মোর মাথা ॥ অধৈর্য্য হইয়া [illegible] করয়ে চুম্বন। মরিয়াছে বল জ্ঞান হইল তখন ॥ শিরে [illegible] হানি করয়ে রোদন। শোকসিন্ধু মাঝে যেন হইল মগন ॥ ফুকারে কান্দিতে নারে ব্যাকুল হৃদয়। হায় বিধি কেন এত হইলে নির্দ্দয় ॥ চোর বলে ধিক্২ ধিক্ লো যুবতী। ধিক্২ সেই জনে যে ইহার পতি ॥ ধিক্২ কামদেব ধিক চোর- গণে ॥ বিস্ময় হইয়া তারা ভাবে মনে২ ॥ বটবৃক্ষপরে ছিল যক্ষ একজন। বৃক্ষে থাকি দেখিলেক সব বিবরণ ॥ সেই মৃত শবে গিয়া প্রবেশ হইল। প্রাণদান পেয়ে যেন উঠিয়া বসিল ॥ বলে ধরে যুবতীরে করিলা শৃঙ্গার। দন্তেতে নাসি- কা কাটি লইলেক তার ॥ পূর্ব্বমত মৃত শব পড়িয়া রহিল। পুনর্ব্বার যক্ষ গিয়া বৃক্ষে আরোহিল। রুধিরে বহিল ধারা তিতিল বসন। ইদম ধিক্২ বলেহাসে চোরগণ ॥ দুঃখের উপরে দুঃখ অধিক বাড়িল। কান্দিয়া২ সখী নিকটে চলিল ॥ ক- হিলেক সখীরে সকল বিবরণ। পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস রচন ॥

ত্রিপদী। সখী বলে কি করিলে, সবদিক হারাইলে, কলঙ্কের সাগরে ডুবিলে। কহিবার কথা নহে, মনোদুঃখে তনু দহে, হায়২ বিধি কি করিলে ॥ এখন মঙ্গল চাহ, প- তির নিকটে যাহ, ব্যক্ত হবে নিশি পোহাইলে। কান্দিয়া [illegible] বলে, জিজ্ঞাসা করিলে কবে স্বামী মোর নাসিকা কাটিল ॥ সখীর বচন শুনি, হরষিত হইল ধনী, কলঙ্কিনী চলিল তখন। আভরণ তেয়াগিয়া, ভূমে গড়াগড়ি দিয়া, উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ॥ শুনি ক্রন্দনের ধ্বনি

জানি জনক জননী কন্যা প্রতি করয়ে জিজ্ঞাসা। দুঃখি-নীর মত একি, ভূমেতে পড়িয়া দেখি কে তোর কাটি-লেক নাসা॥ কান্দিতে২ কয়, শুন পিতা মহাশয়, ডাকাইতে দিতা দিয়া ছিলে। নাহি জানি তাল মন্দ, মিছামিছি করে দন্দ, বিনা দোষে নাসিকা কাটিলে॥ একি কঠিন হৃদয়, স্ত্রীবধের নাহিক ভয়, ছাই দিই পতির কপালে। এই হৈল অবশেষ, কলঙ্কে পুরিল দেশ, লোকে মুখ দেখাব কি বলে॥ জলেতে প্রবেশ হব, নতুবা গরল খাব, না রাখিব এ ছার জীবন॥ শুনিয়া কন্যার কথা, খেদান্বিত মাতা পিতা জামা-তারে করয়ে ভৎসনা॥ ওরে দুষ্ট দুরাচার, কিছু তোর নাহি নার, প্রতিকার করিব ইহার। কাটি রমণীর নাসা, ঘটাইলি এ দুর্দ্দশা, মৃত্যু বুঝি নিকটে তোমার॥ বিস্ময় সাধুনন্দন, ভাবিতেছে মনে মন, শুনেছি নষ্টস্য কন্যা গতি। কালসর্প খড়্গধারী, উম্মাদে অবশ্য ডরি, অবিশ্বাস নষ্ট নারী জাতি॥ জামাতা শ্বশুরে কয়, শুন সাধু মহাশয়, আমি কিছু না জানি কারণ। সে কথা কে শুনে তার, সবে তিরস্কার, বলে কোথা না দেখী এমন॥ তবে লয়ে জামাতায়, রাজার নিকটে যায়, কহিল সকল বিবরণ। রাজা বলে দুষ্ট বেটা, রমনীর নাক কাটা, ডাকাতের সাথি এই জন॥ শীঘ্রগতি বধ প্রাণ, দেহ লয়ে বলিদান, কর্ম্ম অনুসারে প্রাপ্তি ফল। রাজা কি বিচার করে, তাহা শুনিবার তরে, গিয়াছিল তস্কর সকল॥ প্রণাম করিয়া কয়, শুন রাজা মহাশয়, ভূপতির উচিত এ নয়। কি শুনিলে কি বুঝিলে, বিবেচনা না করিলে, অবিচারে কর্ম্ম নষ্ট হয়॥ নৈরিঙ্খিত্র কথা শুনে, বধকর সাধু-জনে, শুন তবে করি নিবেদন। সমুদয় বিবরণ, কহিলেক চোরগণ, শুনি রাজা বিস্ময় তখন॥ রাজা চোর প্রতি কয়, প্রত্যয় নাহিক হয়, দেখাইতে পার কি নির্ণয়। চোর বলে কথা রাখ, শব মুখে আছে নাক, যায় দেখ তবেত প্রত্যয়॥ শুনে রাজা ক্রোধে জ্বলে, কহিতেছে কোতোয়ালে, সাধুর কন্যায় গিয়া আন। আজ্ঞামাত্র কোতোয়াল, সেই প্রলয়ের

কাল, কন্যা আনে রাজা বিদ্যমান॥ সাধু বলে কি হইল জাতি কুল না রহিল, এই ছিল মোর কপালেতে। রাজা সকলেরে লৈয়া শবের মুখেতে গিয়া, দেখে নাক বেসর সহিতে॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে ভূপতি কহিছে তবে, যুবতীর এই প্রতিকার॥ গর্দ্দভেতে চড়াইয়া, কালি চুন মুখে দিয়া, মোর অধিকার কর পার॥ সাধুর নন্দনে কয়, যাহ তুমি নিজালয়, চোর গণে কয়ে পুরস্কার। কালীদাস বিরচন, কালীপদে থাকে মন, নিরন্তর বাসনা আমার॥

পয়ার। শুক বলে নৃপবর করিলে শ্রবণ। না দেখি নারীর মুখ এই সে কারণ॥ বেদের বচন এই আছয়ে বিহিত। পুরুষের ভাগ্য আর নারীর চরিত॥ দেবতা বুঝিতে নারে কি ছার মানব। ইহার অধিক রাজা কত আর কব॥ কহিতে কহিতে শারী শুক দুইজন। দেখিতেং হৈল শাপ বিমোচন॥ নৃপসেন ভূপতিরে দিয়া বহু জ্ঞান। গন্ধর্ব্বের রূপ ধরি হৈল অন্তর্দ্ধান॥ বেতাল কহিছে তবে বিক্রমাদিত্যেরে। অধিক কাহার পাপ কহিবে আমারে॥ স্বামিরে বিরক্তা পর পুরুষ গামিনী। গৃহ ত্যজি রজনীতে ভ্রমে সে স্বৈরিণী॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে আপনি বিচক্ষণ। নারীর অধিক পাপ হৈল সে কারণ॥ শুনিয়া রাজার কথা বেতাল তখন। শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ করিল গমন॥ কালীদাস কালীপদে মজাইয়া মন। বেতাল পঁচিশে কহে চতুর্থ কথন॥

পঞ্চম প্রশ্ন কথন।

পয়ার। পুনর্ব্বার বৃক্ষে গিয়া উঠে নৃপবর। বেতাল ধরিয়া লয়ে নামিল সত্বর॥ বেতাল কহিছে রাজা কোথায় গমন। আর এক প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ॥ উর্দ্ধকমনি নামে এক আছয়ে নগর। মহাবল নামেতে তথায় নৃপবর॥ রাজার মন্ত্রী তার হরিদাস নাম। শাস্ত্রজ্ঞ সুবোধ শান্ত সর্ব্ব গুণধাম॥ মহাদেবী নাম হরিদাসের নন্দিনী। পরমাসুন্দরী রূপে যেন

সৌদামিনী॥ বিবাহের যোগ্য হৈল নাহি মিলে বর। পাত্র অন্বেষণ করে দেশ দেশান্তর॥ কন্যা বলে পিতা আমি করি নিবেদন। গুণবান পাত্র দেখি করিবে প্রদান॥ এক দিন হরিদাস ভাবিয়া মনেতে। পাত্র অন্বেষণ করে ভ্রমিতে২॥ দক্ষিণাধিপতি এক রাজার সভায়। হরিদাস উপনীত হইল তথায়॥ সমাদর করি তারে বসায় রাজন। হরিদাস করে নানা শাস্ত্র আলাপন॥ রাজা বলে হরিদাস সর্ব্ব গুণে গুণি। কলির মহিমা কিছু কহ দেখি শুনি॥ হরিদাস বলে তবে শুনহে ভূপতি। কলি আগমন এই হয়েছে সম্প্রতি॥ কলির মহিমা এই শুন নৃপবর। অতিশয় ক্রোধযুক্ত হইবেক নর॥ ধর্ম্মভয় না থাকিবে অধর্ম্মেতে মন। শঠতা করিবে না মানিবে গুরুজন॥ প্রত্যক্ষেতে প্রিয়বাক্যে তুষিবে যে জনে। পরে ক্ষেত্রে নিন্দা পুনঃ করিবে সে জনে॥ পুরুষ রমণী যত হইবে প্রবলা। দুগ্ধহীন হবে গাভী পৃথিবী নিষ্ফলা॥ অর্থ লোভে সদা লোভি হবে দ্বিজগণ। গঙ্গাজলে শূদ্রে দান করিবে গ্রহণ॥ স্বধর্ম্ম ত্যজিবে হবে পরধর্ম্মে রত। শূদ্রচারী হবে৷ দ্বিজ বেদে বিবর্জ্জিত॥ পুত্র হবে পিতৃদ্বেষি স্নেহহীন পিতা। কোন্দলী হইবে বধূ শাশুড়ীর সত॥ বিধবারা হবে প্রায় সধবা লক্ষণ। পুরুষ সঙ্গম গর্ভ আমিষ্য ভোজন॥ শিষ্য হয়ে গুরু দ্রব্য করিবে হরণ। আর যত কব কত অকথ্য কথন॥ শিষ্য পত্নী গুরু হয়ে করিবে রমণ। স্বহস্তে করিবে পতির মস্তক ছেদন॥ যবন সঙ্গমে রত হইবে ব্রাহ্মণ। না থাকিবে জাতিভেদ শুনহে রাজন॥ স্লেচ্ছেতে পড়িবে হইবে বিদ্বান। অতি নীচ জাতি সব হইবে ধনবান॥ সুজনের নিন্দা সদা দুর্জ্জনের যশ। মাতা পিতা ছাড়ি হবে বনিতার বশ॥ পুত্রবত প্রজা এই শাস্ত্রে নিদর্শন। রাজা হয়ে প্রজাবধূ করিবে গমন॥ ভগ অগ্রে সুপণ্ডিত হইবেক বোকা। ভাণ্ডামিতে সভা জয় করিবেক একা॥ শুনিয়া হইল তুষ্ট জিজ্ঞাসে তাঁর। আসিয়াছ হরিদাস কহ কি কারণ॥ হরিদাস বলে রাজা নিবেদন করি। অদত্তা আছয়ে কন্যা পরমাসুন্দরী।

উপযুক্ত পাত্র যদি পাই গুণবান। তবে আমি কন্যা তারে করিব প্রদান॥ রাজা বলে হরিদাস আমি গুণবান। আমারে সে কন্যা তবে কর তুমি দান॥ হরিদাস বলে রাজা কর্ণে না শুনিব। তোমাতে কি গুণ আছে প্রত্যক্ষে দেখিব॥ শুনিয়া ভূপতি হরিদাসের সাক্ষাতে। গড়িলেক রথ এক আপনার হাতে॥ রাজা বলে শুন এই রথের কাহিনী। যেখানে লইয়া যাবে যাইবে তখনি॥ এত শুনি হরিদাস রথেতে বসিল। রাজারে লইয়া নিজ গৃহেতে চলিল॥ অন্বেষণ করি হরিদাসের নন্দন। ভগ্নীর কারণে বর আনে এক জন॥ সুরূপ পুরুষ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। জ্যোতিষ শাস্ত্রেদৃষ্ট আছে বিশেষত॥ যুবতী হইল কন্যা দেখিয়া জননী। পাত্র অন্বেষণ করি ভ্রমরে আপনি॥ আনিলেক পাত্র এক পরম সুন্দর। অস্ত্রে শাস্ত্রে শিক্ষা মল্ল যুদ্ধেতে তৎপর॥ এক কন্যা পাত্রস্থিত বর তিন জন। কোন বরে কন্যা দিবে ভাবিছে তখন॥ শুনলেই রজনীতে দৈবের ঘটন। কোথা হৈতে রাক্ষস আইল এক জন॥ শয়ন মন্দিরে কন্যা আছে ঘুমাইয়া। রাক্ষস লইয়া গেল সুন্দরী দেখিয়া॥ অতি কামে হত লঙ্কা মজিল রাজন। অতিদানে বলিরাজার পাতালে গমন॥ অতিমানে কৌরবের সবংশে মরণ। অতি শব্দে সুমঙ্গল না হয় কখন॥ প্রভাতে উঠিয়া দেখে কন্যা নাই ঘরে॥ জননী জনক ভ্রাতা অন্বেষণ করে। কোথা গেল কি হইল না জানি কারণ॥ ব্যাকুল হইয়া সবে করেন রোদন॥ সান্ত্বনা করিছে বরপাত্র তিনজন। ভ্রাতা যারে এনেছিল জ্ঞানি সেই জন॥ খড়িপাতি দেখিলেক করিয়া গণন॥ হরিদাসে কহিলেক করহ শ্রবণ। রাক্ষসে তোমার কন্যা করেছে হরণ॥ বিন্ধ্যাচলে রাক্ষস সহিত কন্যা আছে। কার শক্তি এমন যাইবে তার কাছে॥ কন্যার জননী বর এনেছিল যারে। দর্প করি কহিতে লাগিল সবাকারে॥ কোন সুযোগেতে বিন্ধ্যাগিরি যাইতে পারি। অনায়াসে আনি কন্যা রাক্ষসেরে মারি॥ হরিদাস এনেছিল বরপাত্র যারে। কহিতে লাগিল তবে সেই নৃপবরে॥

রাক্ষসে মারিতে যদি থাকয়ে শকতি। এইরথ লয়ে তবে যাহ শীঘ্রগতি॥ আমার রথের গুণ জানিবা এমন। মুহুর্ত্তেক ত্রিভুবন করয়ে ভ্রমন॥ এত শুনি সেই রথ করি আরোহণ। বিন্ধ্যাচলে উপনীত হইল তখন॥ রাক্ষসেরে না দেখিয়া হইয়া চিন্তিত। কতক্ষণে দেখা হৈল রাক্ষস সহিত॥ তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরে তারে করিল নিধন। কন্যারে লইয়া আইল হরষিত মন॥ উপনীত হৈল হরিদাসের আলয়। কন্যা পায়ে হরিদাস আনন্দিত হয়॥ মনেঽ বিবেচনা করিছে তখন। কারে কন্যা দিব সুপণ্ডিত তিনজন॥ তিন বর বলে কন্যা আমারে অংশিবে। বেতাল বলিছে কন্যা বল কে পাইবে॥ শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিছে তখন। রাক্ষসেরে মারিয়া কন্যা আনিল যে জন॥ সেই জন পাবে কন্যা জানিবা নিশ্চয়। আমার বিচার এই শুন মহাশয়॥ বেতাল কহিছে পুনঃ শুন হে রাজন। সকলে সমান রূপ গুণে গুণবান॥ তবে কেন কন্যারে পাইল সেই জন। কেমন বিচার নাহি লয় মোর মন॥ হাসিয়া বিক্রমাদিত্য কহে পুনর্ব্বার। রাক্ষসে মারিয়া তারে করিল উদ্ধার॥ অস্ত্রপাণি হইয়া করিল উপকার। বিচারে হইবে কন্যা রমণী তাহার॥ এতশুনি অন্তর্দ্ধান বেতাল হইল। শিংশপার বৃক্ষপরে পুনর্ব্বার গেল॥ পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিরচন। বেতাল পঁচিশে এই পঞ্চম কথন॥

ষষ্ঠ প্রশ্ন কথন।

পয়ার। পুনর্ব্বার নৃপবর বৃক্ষেতে উঠিয়া। বেতালে ধরিয়া পুনঃ আইল নামিয়া॥ শবরূপ বেতালেরে স্কন্ধেতে লইয়া। সন্ন্যাসী নিকটে যায় ত্বরান্বিত হৈয়া॥ বেতাল কহিছে রাজা কোথায় গমন। আর এক প্রশ্নবলি করহ শ্রবণ॥ ধর্ম্মপুর নামে এক আছয়ে নগর। ধর্ম্মশীল নামে তথা ছিল সওদাগর॥ বিরুপাক্ষ নাম ধরে তাহার নন্দন। শাস্ত্রজ্ঞ সুবোধ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরায়ণ॥ বিবাহের যোগ্য হৈল বিবাহ না হয়॥

কারে কিছু নাহি কয় দুঃখিত হৃদয় ॥ মনে মনে যুক্তি স্থির করিল তখন। কিছুকাল আমি তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥ একদিন গোপনেতে উঠিয়া প্রভাতে। সাধুর কুমার একা চলিল তীর্থেতে ॥ বহুদেশ দেশান্তরে করিয়ে ভ্রমন। এক দেশে উপনীত সাধুর নন্দন ॥ চণ্ডীকা আলয় এক দেখে বিদ্যমান। রত্নময় মন্দির অপূর্ব্ব পুরিখান ॥ দরশনে লোমাঞ্চিত হয় চমৎকার। ভক্তির উদয় দেখি সাধুর কুমার ॥ হেনকালে সে দেশের সাধুর নন্দিনী। দরশন করিবারে যায় ঠাকুরাণী ॥ পরমা সুন্দরী ধনী পতি মনলোভা। চাঁচর চিকুর বেণী পাইয়াছে শোভা ॥ সরোজ সমান হাস্য সুমধুর ভাষা ॥ ঝঙ্কারিছে অলিকুল মকরেন্দ আশা। দশন মুকুন্দ পাতি দেখিতে সুবেশা। খঞ্জন নয়নী যুগ্মভ্রু দীর্ঘনাশা ॥ ললাটে সিন্দুর বিন্দু অরুণ কিরণ। অঙ্গেতে শোভিছে মণিময় আভরণ ॥ কুচ সুশোভিত কটি জিনিয়া কেশরী। গজেন্দ্র গামিনী ধনী যেন বিদ্যাধরী ॥ দেখিয়া সাধুর সুত মোহিত হইল। সহচরী প্রতি তবে জিজ্ঞাসা করিল ॥ কহ সহচরী এই কাহার নন্দিনী। দত্তা কি অদত্তা কন্যা কহ দেখি শুনি ॥ সহচরী পরিচয় দিলেক তখনি। অদত্তা আছয়ে কন্যা সাধুর নন্দিনী ॥ এতবলি সহচরী কন্যা লয়ে গেল। দেখিয়া সাধুর সুত ব্যাকুল হইল। উন্মত্তের প্রায় হয়ে পাশরে আপনা। দয়াময়ে নিকটেতে করয়ে বাসনা ॥ যদি এই কন্যা আমি বিবাহ করিব। মুণ্ডকাটি তব পাদপদ্মে আমি দিব ॥ এতবলি ভক্তিভাবে প্রণাম হইল। সাধুর নন্দন নিজ গৃহেতে আইল ॥ পিতার নিকটে আসি কহে বিবরণ। সেই কন্যা বিবাহ করিব এইপণ ॥ সওদাগর বলে বাপু স্থির কর মন। ভাট পাঠাইয়া তবে সেই একজন ॥ যদি সেই সওদাগরে হয় অনুমতি। তবেত বিবাহ আমি দিব শীঘ্রগতি। এতবলি ভাটে ডাকি পাঠায় ত্বরিত সেই দেশে ভাট গিয়া হৈল উপনীত ॥ পত্র লৈয়া সে দেশের সাধুকে দেখায়। পত্র পাঠ করি সাধু ভাটেরে কহয় ॥ কর্ত্তব্য হইল মোর জানিবে নিশ্চয়। বিবাহের

দিন আমি করিতে নির্ণয়॥ পত্র লিখিলাম এই সওদাগরে দেবে। শীঘ্রগতি পত্র লয়ে আসিতে কহিবে॥ পত্র লয়ে ভাট তবে করিল গমন। সাধুকে কহিল ভাট সব বিবরণ॥ পত্র পাঠ করি সাধু হরষিত মন। করিতে লাগিল বিবাহের আয়োজন॥ সাধু পুত্রের বিবাহ হইল জনরব। বিস্তার করিয়া তাহা কত আর কব॥ বাদ্য ভাণ্ড কলরবে পুর্ণিত সহর। পুত্রের বিবাহ দিতে যায় সওদাগর॥ সাধু নন্দনের বন্ধু পাত্রের নন্দন। বন্ধুর বিবাহ দিতে চলিল সে জন॥ কন্যা কর্ত্তা নিবাসেতে উপনীত হৈল। শুভক্ষণে সাধু-পুত্রের বিবাহ হইল॥ হাস্য পরিহাসে বিভাবরী পোহাইল। বর কর্ত্তা বর কন্যা লইয়া চলিল॥ কন্যা কর্ত্তা বলেভাব বৈবাহিক শুন। দয়ামরী নিকটেতে চল সর্ব্ব জন॥ এদেশের ব্যবহার এই বৈবাহিক। প্রণাম করিয়া বর কন্যা আসিবেক॥ দুই বৈবাহিক তবে বর কন্যা লয়ে। দয়ামিয়ীর নিকটেতে উপনীত নিয়ে॥ চমৎকার মূর্ত্তি দেখে সকলে বিস্ময়। সাধুর নন্দন পাত্র কুমারের কয়॥ চল দেখি দুই বন্ধু একত্র হইয়া। দেবীর চরণে আসি প্রণাম করিয়া॥ এতবলি প্রবেশিল মন্দিরে তখন॥ অষ্টাঙ্গেতে প্রণিপাত করয়ে দুজন॥ সাধু সুত মনে মনে ভাবিছে তখন। ভগবতী কাছে মোর আছয়ে মনন॥ যদি এই কন্যা আমি বিবাহ করিব। মুণ্ড-কাটি ভগবতী পাদপদ্মে দিব॥ যদি অদ্য সর্ব্ব সিদ্ধি হইল আমার। এখন কর্ত্তব্য হয় শুধিবারে ধার॥ সেই স্থানে খড়্গ ছিল তুলিয়া লইল। আপনার হস্তে মুণ্ড ছেদন করিল॥ বিস্ময় হইল দেখি পাত্রের কুমার। বন্ধুর মরণ হেতু আর চমৎকার॥ মিথ্যা অপযশ মোর হইবে এখন। সবে কবে মারিলেক পাত্রের নন্দন॥ দুই বন্ধু বিনে আর নাহি অন্য জন। কে আর মারিলেক অন্যে সাধুর নন্দন॥ প্রথমেতে অপযশ হইবে এখন। পশ্চাতে শুনিবে রাজা বধিবে জীবন॥ আয়ু শেষ বুঝি মোর নিকটে মরণ। তবে লোক নিন্দা আর কোন প্রয়োজন॥ এত বলি সেই খড়্গ

তুলিয়া তখন। আপনার মাথা কাটে পাত্রের নন্দন॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে তবে সাধুর নন্দিনী। ভগবতী দরশনে চলিল আপনি॥ দেখে গিয়া দুই বন্ধু ত্যজিয়াছে প্রাণ। বিস্ময় হইয়া কন্যা হারাইল জ্ঞান॥ যেন উন্মত্তা ধনী পাগলিনীর প্রায়। শিরে করাঘাত হানি করে হায় হায়॥ পতি অনুরাগে রামা ব্যাকুল হইয়া। অধৈর্য্য হইয়ে কান্দে ধরণী লুটিয়া॥ শোকাকুলা হইয়া ভাবিছে মনে মনে। পতি বিনা যুবতীর কি সাধ জীবনে॥ এত বলি সেই খড়্গ লয়ে শীঘ্রগতি। গলে দিবে এই কালে কহেন পার্ব্বতী॥ সাধুর নন্দিনী শুন স্থির কর মন। প্রাণদান পাইবেক এইদুই জন॥ যার মুণ্ড তার স্কন্ধে একত্র করিয়া। আমার চরণামৃত দেহ ছড়াইয়া॥ সাধুর নন্দিনী তবে আনন্দিত মতি। খড়্গ ফেলি এক মুণ্ড লয়ে শীঘ্রগতি॥ আপনপতির মুণ্ড না পারে চিনিতে। পাত্রনন্দনের মুণ্ড দিল সাধুসুতে॥ সাধু নন্দনের মুণ্ড লইয়া তখন। পাত্র কুমারের স্কন্ধে করয়ে যোজন॥ দেবীর চরণামৃত ছড়াইয়া দেয়। তবে দুই বন্ধু তারা প্রাণদান পায়॥ দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান সকলের হয়। আমার রমণী বলি দুই জন কয়॥ বেতাল কহিছে রাজা বল শীঘ্রগতি। কোনজন হইবেক যুবতীর পতি॥ কহিছেতে নরবর কর অবধান। অঙ্গের উত্তম অঙ্গ মস্তক প্রধান॥ সাধুনন্দের মুণ্ড যার স্কন্ধে রয়। তাহার রমণী হবে জানিবে নিশ্চয়॥ শুনিয়া রাজার কথা বেতাল তখন॥ শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ করয়ে গমন॥ পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিরচন। বেতাল পঁচিশেতে এই ষষ্ঠ কথন॥

সপ্তম প্রশ্ন।

পয়ার। পুনর্ব্বার নৃপবর বৃক্ষপরে যায়। বেতাল ধরিয়া লয়ে নামিল তথায়॥ পুনর্ব্বার সন্ন্যাসীর নিকটেতে যায়। বেতাল বলিছে কোথা যাও পুনরায়॥ উতলা হয়েছ এত কিসের কারণ। আর এক প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ॥ ধর্ম্ম-

পুরী নামে এক আছয়ে নগর। চর্ম্মকেশ নামে তথা ছিল নৃপবর॥ সুলচনা নামেতে তাহার পাটরাণী। ত্রিভুবনে সুন্দরী সে তাহার নন্দিনী॥ রূপের বর্ণনা আর কত কব তার। ত্রিজগতে সুন্দরী তেমন নাহি আর॥ বিবাহের যোগ্য দেখি ভাবে নৃপবর॥ পাত্র অন্বেষণ করে দেশ দেশান্তর॥ কন্যা বলে পিতা কিছু করি নিবেদন। রূপ গুণ বল যুক্ত হইবে যেজন॥ সেই সে হইবে পতি যার ভাল জ্ঞান। কোন দেশে থাকে দেশ করিয়া সন্ধান॥ উপযুক্ত পাত্র যদি কোথাও পাইবে। লিখিয়া তাহার ছবি মোরে দেখাইবে॥ এত শুনি চিন্তিত হইয়া নৃপবর। পাত্র অন্বেষণ করে ভ্রময়ে বিস্তর॥ কত কত রাজা আর রাজার নন্দন। লিখিয়া সবার ছবি আনিল রাজন॥ কন্যা বলে মনোরম্য না হয় আমার॥ দেশে দেশে এই কথা হইল ঘোষণ। শুনিয়া আইল বর পাত্র চারি জন॥ উপনীত হইল গিয়া রাজার সভায়। সমাদর করি রাজা সবারে বসায়॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাজা জিজ্ঞাসে তখন। কার কি আছয়ে গুণ কহ বিবরণ॥ এক বর বলে রাজা করি নিবেদন। চিত্র কর শ্রেষ্ঠ আমি অতি বিচক্ষণ॥ এক দিনে পঞ্চপাট করিব লিখন। এক এক পাটের মুল্য এক এক রতন॥ এক রত্নব্যয় করি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণে। আর দুই রত্ন রাখি দেবতা অর্চ্চনে॥ আর এক রত্ন লয়ে করি সংসারতি-পালন। আর এক রত্ন রাখি রমণী কারণ॥ এই গুণ মহারাজ আছয়ে আমাতে। রূপবান বলবান দেখহ সাক্ষাতে॥ কহিছে দ্বিতীয় বর শুনহ রাজন। আমাতে যে গুণ আছে করি নিবেদন॥ জলচর বনচর পশুপক্ষীগণ। বুঝিবারে পারি আমি সবার বচন॥ অন্য গুণ কিছু আর নাহিক আমাতে। রূপবান বলবান দেখহ সাক্ষাতে॥ কহিছে তৃতীয় বর মহারাজ শুন। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা আমি আছে এই গুণ॥ রূপ বল যত আছে দেখহ সাক্ষাতে। আর অন্য গুণ কিছু নাহিক আমাতে॥ কহিছে চতুর্থ বর শুন নৃপবর। অস্ত্র

শাস্ত্রে বিশারদ আমি ধনুর্দ্ধর ॥ বর্ত্তমান আছি এই দেখ মোর রূপ। অতি বলবান আমি কহিতেছি ভূপ ॥ এত শুনি নৃপবর করে নিবেদন। উপযুক্ত পাত্র এই দেখি চারিজন ॥ কোন বর পাত্রে দিবে না হয় নির্ণয়। বুঝিতে না পারে রাজা চিন্তিত হৃদয় ॥ বেতাল বিক্রমাদিত্যে জিজ্ঞাসে তখন। বল দেখি সেই কন্যা পাবে কোন জন ॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য যোড় করি কর। আমি কি তোমার কথায় করিব উত্তর ॥ পঞ্চপট এক দিনে করয়ে লিখন। কন্যা অধিকারি নয় শুন সেই জন ॥ সকল জন্তুর কথা বুঝে যেই জন। বৈশ্য সেই ব্যক্তি হয় না পায় কখন ॥ শাস্ত্র অধ্যয়নে যেই জন সুপণ্ডিত। বিপ্রচারি জনে কন্যা দিতে অনুচিত ॥ অস্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ যেই ধনুর্দ্ধর। ক্ষত্রিয় হয়ে স্বধর্ম্মেতে আছে আপনার ॥ চারিজন পাত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি তারে। বিবাহ করিবে সেই আমার বিচারে ॥ শুনিয়া রাজার কথা বেতাল তখন। শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ করয়ে গমন ॥ বেতাল পঁচিশে এই সপ্তম কথন। পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিরচন ॥

অষ্টম প্রশ্ন কথন।

ত্রিপদী। পুনরপি নৃপবর, উঠে গিয়া বৃক্ষপর, পুনর্ব্বার বেতালে ধরিল। স্কন্ধেতে করিয়া তায়, অবিলম্বে নামে রায়, সন্ন্যাসীর নিকটে চলিল ॥ বেতাল কহিছে কও, কোথা মোরে লয়ে যাও, ধৈর্য্য হও স্থির কহ মন। দেখি সুবোধের মত, উতলা কেন হে এত, প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ ॥ মিথিলা নামে নগর, ছিল এক ভূপবর, গুণাধিপ নাম সেই ধরে। কুবেরে জিনিয়া ধনে, সুখে পালে প্রজাগণে, প্রতাপে যেমন লঙ্কেশ্বরে। দক্ষিণেতে এক জন, ছিল রাজার নন্দন, রাজ্য তুচ্ছ করিয়া সেজন। গুণাধিপ অধিকারে, গেল মিথিলা নগরে, সঙ্গেতে লইয়া কিছু ধন ॥ করিয়া রহিল বাসা, মনেতে করিয়া আশা, ভূপতির হইবে কিঙ্কর। রাজা অন্তপুরে রয়, বাহির নাহিক

হয়, এইরূপে গেল সম্বৎসর ॥ সঙ্গেতে যে ধন ছিল, তাহা সব ফুরাইল, ভাবিতে লাগিল রাজসুত। দিনান্তে না মিলে অন্ন, কলেবর অতিশীর্ণ, হইল দারুণ দুঃখ যুত ॥ রাজপুত্র এক দিনে, ঔদাস্যভাবিয়া মনে, অরণ্যেতে করয়ে ভ্রমণ। সেই দিনে নৃপবর, আসিয়াছ দরবার, মন্ত্রী প্রতি কহিছে তখন ॥ মৃগয়া করিতে যাব, সঙ্গেতে চলহ সব, পশ্চাতে লইয়া সৈন্য গণ। এত বলি নৃপবর, চড়িলেক অশ্বপর, কাননেতে করিল গমন ॥ রাজার নন্দন যথা, ভূপতি চলিল তথা, মৃগ এক দেখিল তথায়। সন্ধান পুরিয়া তার, বাণ মারিলেক রায়, বাণাঘাতে কুরঙ্গ পলায় ॥ স্বীকার পলায়ে যায়, রাজা সঙ্গে২ যায়, দেখি-লেক রাজার নন্দন। বুঝিলেক অনুভাবে, এই বুঝি রাজা পিছে২ করয়ে গমন ॥ রাজা কিছু দূরে গিয়া, পথশ্রান্তে ক্লান্ত হৈয়া, বৃক্ষ মূলে বসিল আপনি। রাজার নন্দন কয়, কে আ-পনি মহাশয়, আজ্ঞা হয় পরিচয় শুনি। রাজা তুষ্ট অতিশয়, দিল তারে পরিচয়, আমি গুণাধিপ নৃপবর। নিবিড় কাননে একি, তুমি মোর সঙ্গে দেখি, কি কারণে কহ হে সত্বর ॥ রাজার নন্দন কয়, শুন তবে মহাশয়, দক্ষিণ দেশেতে মোর বাস। শুনিয়া তোমার নাম, আসিয়াছি তব ধাম, সেবক হইব আছে আশ ॥ আসিয়াছি সম্বৎসর, কর্ম্মকালে আপনার, নাহি পাই তব দরশন। ঔদাস্য হইয়া মনে, ভ্রমিছে বনে২ দৈবযোগে হইল ঘটন ॥ কহিছে নৃপবর, আমার বচন ধর, বিবরণ শুনিব পশ্চাতে। পথশ্রান্তে ক্লান্ত বড়, হইয়াছে কলেবর, প্রাণ যায় ক্ষুধাপিপাসাতে ॥ যদি হয় পুণ্য বান, তবে মোর রাখ প্রাণ, জল কোথা কর অন্বেষণ। কাতর দেখিয়া ভূপে, রাজ পুত্র কোন রূপে, ফল জল আনে ততক্ষণ ॥ ফল জল পান করে, তৃপ্ত হইয়া অন্তরে, রাজপুত্রে করে শিষ্টাচার। ভাগ্যে তুমি এসেছিলে, উপকার যা করিলে প্রাণ রক্ষা হইল আমার ॥ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে, পাঁচালী করিয়া বন্দে, কালীদাস কৈল বিরচিত ॥ তুষ্ট হয়ে নৃপবরে, লইয়া রাজ কুমারে, গৃহে আসি হৈল উপনীত ॥

পয়ার। রাজার নন্দনে তুষ্ট হয়ে নৃপবর। আপনার কাছে তারে রাখে নিরন্তর॥ বস্ত্র আভরণ তারে দিল ততক্ষণ। তুষ্ট করিলেক রাজকুমারের মন॥ এইরূপে কিছুকাল তথায়ে রহিল। এক দিন রাজ কার্য্যে স্থানান্তরে গেল॥ সমুদ্রের তীরে গিয়া উপনীত হয়। সেই স্থানে এক দেখে দেবের আলয়॥ দরশনে রোমাঞ্চিত ভক্তির উদয়। প্রণাম করিল গিয়া রাজার তনয়॥ প্রণাম করিয়া উঠে দেখে বিপরীত। এক নাসা বৃদ্ধি তার হৈল আচম্বিত॥ রাজার নন্দিনী একা লয়ে সখীগণ। করয়ে দেবীর পূজা গদগদ মন॥ রাজার নন্দনে দেখে জিজ্ঞাসে তখন। কি হেতু পুরুষ হেথা করেছে গমন॥ শুনিয়া কন্যার কথা রাজপুত্র কয়। ভোগার্থী কামার্থী আমি জানিবে নিশ্চয়॥ দেবীর চরণে আসি প্রণাম করিতে। এক নাশা বৃদ্ধি মোর হৈল আচম্বিতে॥ আশ্চর্য্য হইল জ্ঞান না বুঝি কারণ। ইহার উপায় বল করি কি এখন॥ রাজার নন্দিনী বলে মোর বাক্য ধর। এই কুণ্ড মধ্যে তুমি স্নান গিয়া কর॥ ভক্তিভাবে দেহ ডুব হয়ে এক মন। নাসিকা হইবে ভাল পাপ বিমোচন॥ রাজকুমারীর কথা করিয়া গ্রহণ। দেবীকুণ্ডে দিল ডুব রাজার নন্দন॥ দেবীকুণ্ডে দিতে ডুব দেবীর আদেশে। উপনীত গুণাধিপ ভূপতির বাসে॥ বিস্ময় হইয়া তবে রাজার নন্দন। ভূপতিরে কহিল সকল বিবরণ॥ কখন না শুনি আমি আশ্চর্য্য এমন। আমারে লইয়া চল রাজার নন্দন॥ আমি সেই দেবীরে করিব দরশন। বিলম্ব না কর আগে চলহ এখন॥ এত বলি রাজা রাজনন্দনে লইয়া। দেবীর আলয়ে দোঁহে উপনীত গিয়া॥ দেবী দরশনে রাজা তুষ্ট অতিশয়। প্রণাম নাহিক করে নাসা বৃদ্ধি ভয়॥ হেনকালে গেল তথা রাজার কুমারী। সখীগণ সঙ্গেতে পূজিতে মহেশ্বরী॥ পরমাসুন্দরীরূপে তড়িতের আভা। নানা আভরণে পুনঃ পাইয়াছে শোভা॥ হাব ভাব কটাক্ষে মোহিত রতি পতি। গজেন্দ্র গামিনী মৃগাক্ষিণী সে যুবতী॥ পরমসুন্দর গুণাধিপ নৃপবরে। রাজার কুমারী দেখি ভাবিছে অন্তরে॥ যদি মোরে অনুকূল হৈল ভগ-

বতী। তবে এইজন যেন হয় মোর পতি ॥ ব্যাকুলা হইয়া বালা মদনে পীড়িল। মৃদুভাবে ভূপতিরে কহিতে লাগিল ॥ আপনি হইবে রাজা অনুভব হয়। কি কারণে আসিয়াছ দেবীর আলয়। রাজার নন্দিনী আমি লহ পরিচয়। বিবাহ না হয় মোর যৌবন সময় ॥ যদি কিছু অভিলাষ থাকে মহাশয়। যা বলিবে তা করিব কহিনু নিশ্চয়। রাজা বলে যা কহিলে না হবে অন্যথা। রাজার কুমারী তবে শুন মোর কথা। আসিয়াছে দেখ এই রাজার নন্দন। তারে বিভা কর রাখ আমার বচন ॥ রাজার কুমারী তবে কহিছে তখন। অন্য জনে ভার দেহ এ আর কেমন। অনুগত রমণীরে হইয়া সদয়। আপনি বিবাহ মোরে কর মহাশয় ॥ রাজা বলে মিথ্যা হয় তোমার বচন। আমার সাক্ষাতে তুমি কহিলে এখন ॥ যদি কিছু অভিলাষ থাকে মহাশয়। যা বলিবে তা করিব কহিনু নিশ্চয় ॥ মোর অভিলাষ এই শুন বিনোদিনী। রাজনন্দনের তুমি হইবে রমণী ॥ রাজার কুমারী তবে ভূপতিরে বলে। বুঝিলাম আমারে ত্যজিলা এই ছলে ॥ বিধাতার নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন। হইবেক মোর পতি রাজার নন্দন ॥ এত বলি রাজকুমারের হস্ত ধরি। আপনার গৃহে লয়ে চলিল সুন্দরী ॥ গুণাধিপ রাজা যায় আপনার দেশে। বিক্রমাদিত্যের প্রতি বেতাল জিজ্ঞাসে ॥ গুণাধিপ রাজা আর রাজার নন্দন। পরস্পর উপকার করে দুই জন ॥ করহে বিক্রমাদিত্য সুক্ষ্ম বিবেচনা। উপকারী অধিক হইবে কোন জনা ॥ কহিছে বিক্রমাদিত্য শুন মহাশয় ॥ অধিক উপকার করে রাজার তনয় ॥ শুনিয়া হইল তুষ্ট বেতাল তখন। শিংশপা বৃক্ষেতে পুন করিল গমন ॥ পয়ার প্রবন্ধে তবে কয় কালীদাসে। অষ্টম কথন এই বেতাল পঁচিশে ॥

নবম প্রশ্ন কথন।

পয়ার। পুনর্ব্বার নৃপবর বৃক্ষেতে উঠিয়া। বেতালে ধরিয়া লয়ে আনিল নামিয়া ॥ সন্ন্যাসীর নিকটেতে চলিল

তখন। বেতাল কহিছে রাজা কোথায় গমন॥ রজনীতে শাস্ত্রে তুমি অতি বিচক্ষণ। আর এক প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ॥ নামেতে মগধপুর আছয়ে নগর। বীরবর নামে তথা এক নৃপবর॥ তথায় হিরণ্য দত্ত সাধু এক জন। বাণিজ্য বেপার করে বণিক নন্দন॥ তাহার নন্দিনী এক পরমাসুন্দরী নামেতে মদন সেনা যেন বিদ্যাধরী॥ বসন্ত সময় তার মলয় অনিল। কুসুম কাননে অলি গুঞ্জয়ে সকল। সাধুর নন্দিনী সঙ্গে লয়ে সখীগণ। বিবাহ করিতে গেল কুসুম কানন॥ ধর্ম্মদত্তনামে সাধু আর এক জন। সোমদত্ত নাম ধরে তাহার নন্দন॥ সেই সোমদত্ত সঙ্গে লয়ে বন্ধুগণে। ভ্রমিয়া২ গেল কুসুম কাননে॥ সাধুর কন্যার রূপ দেখি অপ্রমিত সোমদত্ত সদাগর হইল মোহিত॥ কলেবর জ্বর২ হইল মদনে। সাধুর নন্দন ভাবিছে মনে২॥ এই কন্যা সঙ্গে যদি হয় সঙ্ঘটন। তবেত হইবে মোর সফল জীবন॥ এত বলি সাধুসুত দুঃখিত তখন। ব্যাকুল হইয়া গেল নিজ নিকেতন॥ বিরহ অনলে তার দহিছে হৃদয়। জাগিয়া পোহায় রাত্রি নিদ্রা নাহি হয়॥ প্রভাত সময়ে তবে সাধুর নন্দন। পুষ্পের কাননে গিয়া করয়ে ভ্রমণ। নিশি অবশানে সেই সাধুর নন্দিনী। পুষ্প চয়নেতে ধনী গেল একাকিনী॥ দেখিয়া সাধুর সুত আনন্দিত মন। দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন ধন॥ মন্মথে মাতিয়া মত্ত জ্ঞান হারাইল। সাধুর কন্যার কর চাপিয়া ধরিল॥ কহিলেক কন্যা মোরে দেহ আলিঙ্গন। নতুবা তোমার আগে ত্যজিব জীবন॥ কন্যা বলে তোমার এ অনুচিত কর্ম্ম। বলাৎকার কর যদি হইবে অধর্ম্ম॥ সোমদত্ত বলে দোষ না দেহ আমায়। ভ্রূযুগ্ম দেখি তব কামধনু প্রায়। কটাক্ষ তীক্ষ্ণ বাণ পূরিয়া সন্ধান॥ অনঙ্গ অনলে মোর দহিতেছে প্রাণ॥ আশ্চর্য্য এ ধনুর্ব্বিদ্যা প্রশংসি মদনে। নাহি জানি কোন পথে গিয়া মোরে হানে॥ সোমদত্ত কাতর হইয়া ধনী কয়॥ কামাতুর হইলে না থাকে লজ্জা ভয়। ধৈর্য্য হও শুন বলি সাধুর কুমার। সত্য করি-

তেছি এই সাক্ষাতে তোমায়। বিবাহ হইবে মোর পঞ্চম দিনেতে। তোমার নিকটে যাব সেই রজনীতে॥ মনোরথ পূর্ণ আগে করিব তোমায়। পশ্চাতে স্বামীর সঙ্গে হবে ব্যবহার॥ প্রতিজ্ঞা করিনু এই নিশ্চয় জানিবে। কখন আমার বাক্য মিথ্যা না হইবে॥ সন্তুষ্ট হইয়া তবে সাধুর কুমার। দোঁহে নিজ গৃহেতে চলিল আপনার॥ দক্ষিণ দেশেতে এক ছিল সওদাগর। তাহার তনয় তার নাম গুণাকর। মদনসেনার সঙ্গে ভবিতব্য ছিল। শুভ দিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইল॥ বাসর ঘরেতে দোঁহে করিল শয়ন। চিন্তিত মদনসেনা সত্যের কারণ॥ সাধুর নন্দন সনে সত্য করেছিল। স্বামির সাক্ষাতে তাহা সকলি কহিল॥ বলাৎকার ভয়ে আমি সত্য করিয়াছি। ধর্ম্ম রক্ষা পাবে কিসে মনে ভাবিতেছি। স্বরূপ তোমারে এই করি নিবেদন। কামাতুরা হয়ে নাহি ভজি অন্যজন॥ তব আজ্ঞা বলবান আমার যখন। যা বলিবে তা করিব না হবে লঙ্ঘন॥ এত শুনি স্বামী তারে স্বামী কহিছে তখন। সত্য করিয়াছ যদি করহ পালন। ধর্ম্মচ্যুত হইলে হইবে অধোগতি। অতএব তোমারে দিলাম অনুমতি॥ পাইয়া পতির আজ্ঞা যুবতী তখন। সালঙ্কারা একাকিনী করয়ে গমন॥ ঘোর অন্ধকার নিশি দ্বিতীয় প্রহর। চলিল মদনসেনা নির্ভয় অন্তর॥ পথমধ্যে চোর সঙ্গে হৈল দরশন। কন্যারে দেখিয়া চোর কহিছে তখন॥ কে তুমি কোথায় যাবে কাহার নন্দিনী। ভয় নাহি রজনীতে ভ্রম একাকিনী॥ কন্যা বলে একা আমি নাহি কদাচন। শর ধনু লয়ে সঙ্গে আছয়ে মদন॥ চোর বলে ঘটনা হইল বিধাতার॥ তোমার সহিত আমি করিব বিহার॥ পশ্চাতে লইব যত আছে আভরণ। তবে যথা ইচ্ছা তুমি করিবে গমন॥ শুনিয়া মদনসেনা বিষাদিত মন। কহিল চোরের আগে সব বিবরণ॥ শুন ধৈর্য্য হও স্থির কর মতি॥ পালন করিয়া সত্য আমি শীঘ্রগতি॥ তোমার নিকটে আসিতেছি পুনর্ব্বার। নিশ্চয়

জানিবা এই প্রতিজ্ঞা আমার॥ চোরবলে যাও তবে দিলাম ছাড়িয়া। ধর্ম্ম ভয় থাকে যদি আসিবে ফিরিয়া॥ তুষ্ট হয়ে সাধু কন্যা চলিল ত্বরিত। সোমদত্ত নিকটে হইল উপস্থিত॥ সোমদত্ত বলে তুমি কাহার নন্দিনী। নিশাচরী বুঝি কি হইবে পিচাশিনী॥ মায়া করী রজনীতে করহ ভ্রমণ। আমার নিকটে কেন কিসের কারণ॥ কহিছে মদনসেনা সকল ভুলিলে। হিরণ্য দত্তের কন্যা চিনিতে নারিলে॥ দেখা হয়েছিল সেই পুষ্পের কাননে। সত্য করিয়াছি নাহি তব মনে॥ আসিয়াছি সেই সত্য করিতে পালন। যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব এখন॥ সোমদত্ত বলে ধনী কেমন সাহস। একাকিনী আসিয়াছ না হইল ত্রাস॥ দ্বিতীয় প্রহর ঘোর তিমির রজনী। অদ্য বাহিতপুরে কন্যা প্রথমা রমণী॥ পথমধ্যে নষ্ট লোক আছে কত জনে। আসিয়াছে তব স্বামী জানে কি না জানে॥ কন্যা বলে সাধুসুত করি নিবেদন। স্বামীরে কয়েছি আমি সব বিবরণ॥ সোমদত্ত বলে কহ হইয়া সরল। শুনিয়া তোমার স্বামী কি কহিল বল॥ কন্যা বলে শুন সয় স্বামীর বচন। বস্ত্রহীনে অলঙ্কার না পায় শোভন॥ শৃঙ্গারিনো হক সুখ হৈল ভাব হীন। সঙ্ক বসে সুখী নহে যেমন হরিণ॥ কুবস্ত্রেতে হরে তেজ কুভোজনে বল। কুভার্য্যেতে হরে প্রাণ কুপুত্রেকে কুল॥ এত শুনি সোমদত্ত ভাবিছে তখন। ভয় স্থানে রতি ক্রীয়া নহে বদাচন॥ কহিলেক সাধু কন্যা করহ রমণ। সাধু বলে পরনারী না করি গমন॥ সত্য ধর্ম্মে নিযুক্ত হইলে রসবতী। বিলম্বে নাহিক কর্ম যাও শীঘ্রগতি॥ তুষ্ট হয়ে সাধু কন্যা চলিল ত্বরিত। তস্করের নিকটে গিয়া হৈল উপস্থিত॥ কহিলেক চোরের সকল বিবরণ। লহ মোর অঙ্গে আছে যত আভরণ॥ চোর বলে সাধু কন্যা যাও নিজালয়। ধর্ম্ম পরায়ণা তুমি আছে ধর্ম্মভয়॥ চোরের স্থানেতে কন্যা পায়ে অব্যাহতি। ক্রমেতে নিজ গৃহে গেল শীঘ্রগতি॥ স্বামীরে কহিল সে সকল বিবরণ। শুনি আনন্দিত হৈল সাধুর নন্দন॥ বেতাল

বিক্রমাদিত্যে জিজ্ঞাসে তখন। স্বামীর তস্কর আর সাধুর নন্দন ॥ তিনজন মধ্যে সাহস অধিক কাহার। কহিবা ভুপতি ইহা করিয়া বিচার ॥ রাজা বলে নিবেদন শুন মহাশয়। অধিক সাহস চোরের জানিবা নিশ্চয় ॥ বেতাল কহিছে পুনঃ শুনহে ভুপতি। কি বিচারে চোরের সাহস হৈল অতি ॥ রাজা বলে ধর্ম্ম পাশে কন্যা বান্ধা ছিল। তেকারণে স্বামী তার যাইতে কহিল ॥ সাধুর নন্দন ভাবিলেক মনেমন। স্বামীরে কয়েছে ধনী সব বিবরণ ॥ পরদার পাপ কর্ম্ম গুপ্ত না রহিবে এ কর্ম্ম করিলে শেষে প্রকাশ হইবে ॥ এত ভাবি ত্যজিলেক সাধুর নন্দন। চোর ত্যজিলেক তার নাহিক কারণ ॥ তস্করস্য কুতো ধর্ম্ম এই জান সার। তাহাতে করিল চোর ধর্ম্ম ব্যবহার। সত্যের কারণে সাধু কন্যায় ছাড়িল। এহেতু চোরের সাহস অধিক হইল ॥ শুনিয়া বেতাল করে বৃক্ষেতে গমন। কালীদাস কহে সাঙ্গ নবম কথন ॥

দশম প্রশ্ন কথন।

লঘু-ত্রিপদী। পুনঃ নৃপবর, উঠে বৃক্ষোপর, ধরিলেক গিয়া তায়। হরষিত মতি, নামে শীঘ্রগতি, সন্ন্যাসী নিকটে যায় ॥ বেতাল তখন, কহিছে রাজন, কোথা মোরে লয়ে চল। স্থির কর মন, এক প্রশ্ন শুন, জিজ্ঞাসা করি তা বল ॥ পুণ্য পুর গ্রাম, ভুপতির নাম, খ্যাত বিল্লভ দাস। সর্ব্বগুণে গুণি, তাহার মন্ত্রিণী, নাম তার সুপ্রকাশ ॥ মন্ত্রীর ললনা, পতি পরায়ণা, লক্ষ্মী প্রিয়ে নাম ধনী। সর্ব্ব গুণান্বিতা, সুবোধা পণ্ডিতা, মন্ত্রণাতে সুমন্ত্রিণী ॥ প্রতাপে রাজন, যেন দশানন, ধনে কুবের সমান। নির্ভয় অন্তর, যমে নাহি ডর, বলে মহা বলবান ॥ মন্ত্রিরে রাজন, কহে এক দিন, বাসনা এই আমার। দিব্যাঙ্গনা লয়ে, অন্তঃপুর গিয়ে, সর্ব্বদা করি বিহার ॥ যৌবন সময়ে, যুবতীরে লয়ে যে না লইল কৌতুকী। আমার বিচারে, দুঃখি বলি তারে, কদাচ সে নহে সুখী ॥ রাজ্যের ভক্ষণ, প্রজার পালন, তোমারে দিলাম

ভার। এত বলি রায়, অন্তঃপুরে যায়, বাহির না হয় আর॥ মন্ত্রী একা হয়ে, রাজ্যভার লয়ে, সর্ব্বদা চিন্তিত মতি। সদা পরিশ্রম, না পায় বিশ্রাম, দুর্ব্বল হইল অতি॥ মন্ত্রীর যুবতী, কহে পতি প্রতি, দুর্ব্বল হইলে কেনে। শুষ্ক কলেবর, মলিন অধর, দেখিতেছি দিনে দিনে॥ মন্ত্রী সে হাসিয়ে, কহিতেছে প্রিয়ে, শুন তার বিবরণ। রাজ্য ভার দিয়ে, রমণী লইয়ে, অন্তঃপুরেতে রাজন॥ রাজ্য কার্য্য ত্রাস, নাহি সাবকাশ, দুর্ব্বল সেই কারণ। সম্পদ এমন, নাহি প্রয়োজন, করি দেবতা সাধন॥ যুবতী তখন, কহিতেছে শুন, রাজ্যে হয়ে অবসর। অন্তঃপুরে গিয়া, রাজারে কহিয়া, তীর্থ যাত্রা তুমি কর॥ নারীর বচন, করিয়া গ্রহণ, মন্ত্রী হরিষ অন্তরে। বিলম্ব না করে, চলিল সত্বরে, কহে গিয়া নৃপবরে। তখন ভূপতি, করে অনুমতি, শুন মন্ত্রীর বচন। ত্রিপদী রচনে, কাশীদাস ভণে, রাজা রাজ্যে দিলা মন॥

পয়ার। বিদায় হইয়া মন্ত্রী তীর্থযাত্রা করে॥ দেখিল অনেক তীর্থ দেশ দেশান্তরে॥ ভ্রমিতেং মন্ত্রী হরিষ অন্তরে। উপনীত হৈল সেতুবন্ধ রামেশ্বরে॥ অষ্টাঙ্গেতে সদাশিবে করিয়া প্রণাম। সমুদ্রের তীরে গিয়া করিল বিশ্রাম॥ হেনকালে দেখে এক আশ্চর্য্য শুনিতে। তরুবর উঠে এক সমুদ্র হইতে॥ সুবর্ণের বৃক্ষ তার প্রবালের পাতা। ফুলেতে রতনময় ফলেতে মুকুতা॥ তাহে রত্ন সিংহাসনোপরি এক কন্যা। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা যিনি রূপ ধন্যা॥ বীণা শ্লোক দুটি করিল পঠন। পুনর্ব্বার সমুদ্রেতে করিল গমন॥

যথা শ্লোকং।

অনুত্তমং জগৎ সর্ব্বং সবেদাসুর মানবং।
তস্মাৎ সর্ব্বং প্রযত্নেন তবেব চিন্তয়েস্তু শং॥ ১॥
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং যচ্চ কর্ম্ম পুংসাং শুভাশুভং।
তদেব সর্ব্বজন্তুনাং সৃষ্টিসংহার কারণং॥ ২॥

পথার। কৌতুক দেখিয়া মন্ত্রী আশ্চর্য্য ভাবিয়া। কত দিনে নিজ গৃহে উত্তরিল গিয়া॥ পরদিন ভূপতির নিকটেতে যায়। সমাদরে নৃপবর বসাইল তায়॥ রাজা বলে বহুতীর্থ করেছ ভ্রমণ। কোন দেশে কি দেখিলে কহ বিবরণ॥ মন্ত্রী বলে নৃপবর করি নিবেদন। কৌতুক দেখেছি এক অকথ্য কথন॥ অসম্ভব নকর্ত্তব্য প্রত্যক্ষে দেখিলে। বানরেতে গায় গীত জলে ভাসে শীলে॥ তথাচ তোমাকে আমি কহিতেছি ভূপ। উপহাস না করিবে জানিবে স্বরূপ॥ সেতুবন্ধ রামেশ্বরে হইয়া প্রণাম। সমুদ্রের তীরে যাই করিতে বিশ্রাম॥ হেনকালে বৃক্ষ এক সমুদ্র হইতে। আমার নিকটে দেখি উঠে আচম্বিতে॥ সুবর্ণের তরুবর প্রবালের পাতা। পুষ্পোত রতনময় ফলেতে মুকুতা॥ বৃক্ষোপরি সিংহাসনে এক কন্যা। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা জিনি রূপধন্যা॥ বীণা হস্তে শ্লোকদুটি করিল গঠন। এমনআশ্চর্য্য কেবা দেখেছে কখন। তোমারে কহিতে আসিয়াছি সে কারণ॥ রাজা বলে মন্ত্রী তুমি লহ রাজ্যভার। ক্ষণেক বিলম্ব আমি না করিব আর॥ দেখিব সে কন্যা আর বৃক্ষবা কেমন। এতবলি নৃপবর করিল গমন॥ দিবস রজনী চলে বিশ্রাম না করে। উপনীত হৈল সেতুবন্ধ রামেশ্বরে॥ প্রণমিয়া সদাশিবে করে বহুস্তুতি। সমুদ্রের তীরে গিয়া বসিল ভূপতি। হেনকালে অকস্মাৎ সমুদ্র হইতে উঠিল সোণার বৃক্ষ কন্যার সহিতে॥ বীণা হস্তে শ্লোক দুটি পড়িলেক ধনী। মৃদুহাসে তমোনাশে বিদ্যুৎ বরণী॥ হাব ভাব কটাক্ষেতে কামের যুবতী। দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত নৃপতি॥ দৈবের ঘটনে বৃক্ষনিকটে আইল। শীঘ্রগতি নৃপবর বৃক্ষেতে উঠিল॥ ক্ষণমাত্রে বৃক্ষ গিয়া পাতালে প্রবেশে। রাজারে লইয়া কন্যা চলিল হরিষে॥ অতি সুশোভন পুরী সুবর্ণে নির্ম্মাণ। চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণি স্থানে স্থান॥ কন্যা বলে কে তুমি আইলে মোরপাশ। স্বরূপেতে কহ তুমি নিজ অভিলাষ॥ রাজা বলে কন্যা আমি ভোগার্থী পুরুষ। দেখিয়া তোমার রূপ হয়েছি অবশ॥ দৈবযোগে আসিয়াছি

তোমার বসতি। আত্ম পরিচয় এই শুন রসবতি॥ কন্যা বলে বুঝি তুমি হইবে ভূপতি॥ যা বলিবে তা করিব আমার সম্মতি॥ কিন্তু এক কথা আমি করি নিবেদন। কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে না হবে দরশন॥ সম্মত হইয়া রাজা কন্যার কথায়। নিশিতে গন্ধর্ব্ব বিভা করিলেক তায়॥ উভয় পরম সুখে রজনী বঞ্চিল। দ্বাদশ দিবস রাজা তথায় রহিল॥ সেই দিবে কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী তিথি। করযোড়ে করি কন্যা কহে রাজা প্রতি॥ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী অদ্য করি নিবেদন। আমার সহিত না হইবে দরশন॥ কদাচিত আমার নিকটে না যাইবে। প্রমাদ ঘটিবে তবে নিশ্চয় জানিবে॥ এত শুনি নৃপবর সন্দেহ ভাবিয়া। কারণ বুঝিতে নারে থাকে লুকাইয়া॥ হেনকালে রাক্ষস আসিয়া একজন। কন্যারে ধরিয়া বলে করে আলিঙ্গন॥ ভয়ে ভীতা হয়ে কন্যা করয়ে রোদন। গবাক্ষ দ্বারেতে থাকি দেখিল রাজন॥ রমণীর দুঃখে দুঃখী হইয়া অন্তরে। রাক্ষসে মারিতে যায় অসী লয়ে করে॥ ওরে রে রাক্ষস দুষ্ট দুরাচার মতি। মনুষ্য সহিত তুমি বাঞ্ছা কর রতি॥ এত বলি ক্রোধে রাজা হয়ে হুতাশন। তীক্ষ্ণ অসীধারে তারে করিল ছেদন॥ রাক্ষস ত্যজিল প্রাণ দেখিয়া যুবতী। ভূপতির স্তুতি করে হয়ে হৃষ্টমতি॥ ধন্য২ নৃপবর করিতে প্রশংসা। রাক্ষস বধিলে একা কেমন ভরসা॥ সকল পুরুষ কভু হয় বলবান॥ সবার ভরসা কভু না হয় সমান॥ মাণিক নাহিক থাকে সকল সর্পেতে। চন্দন না জন্মে কভু সকল বনেতে॥ সর্ব্বত্রেতে কদাচ না থাকে সাধুজন। সকল গজেন্দ্র মুক্তা না হয় কখন॥ অতএব মহাশয় তুমি শ্রেষ্ঠজন। পয়ার প্রবন্ধে কালীদাস বিরচন॥

পয়ার। জিজ্ঞাসা করিল রাজা যুবতির প্রতি। কে তুমি পাতাল পুরে করহ বসতি॥ কাহার নন্দিনী তুমি কহ বিবরণ। সুন্দরী রাক্ষস প্রেম দিলে কি কারণ॥ কন্যা বলে বিদ্যাধরা নামে মোর পিতা। পিতার বল্লভা আমি কনিষ্ঠ দুহিতা। সুন্দরী আমার নাম জানিবে রাজন। পিতার সহিত নিত্য

করিতাম ভোজন॥ এক দিন নাহি যাই ভোজন সময়। বিলম্ব দেখিয়া পিতা রাগান্বিত হয়॥ কালাতীত হইল সেই অপেক্ষা আমার। ক্ষুধায় পীড়ীত অতি না করে আহার॥ এমন সময়ে তখন পিতার সদনে। আমারে দেখিয়া শাপ দিল তত্ক্ষণে॥ গন্ধর্ব্ব লোকেতে স্থান তোর নাহি হবে। পাতাল পুরেতে গিয়া একাকিনী রবে॥ কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী হইবে যখন। রাক্ষস সহিতে তব হইবে ঘটন॥ এত শুনি খেদান্বিত হইয়া তখন। বিলাপ করিয়া বহু করিনু রোদন॥ পিতা বলে তবে তোর নাহি অব্যাহতি। তোমার নিকটে কোন যাইবে ভুপতি॥ খড়্গ লয়ে রাক্ষসের বধিবেক প্রাণ। সেই দিনে তোমায় হইবে পরিত্রাণ॥ আছয়ে পিতার আজ্ঞা তুমি সে ভুপতি। তোমা হৈতে হইল আমার অব্যাহতি॥ এখন হে নৃপবর করি নিবেদন। দরশন করি গিয়া পিতার চরণ॥ পুনর্ব্বার আসিতেছি তব বিদ্যমানে। যেখানে লইয়া যাবে যাব সেই খানে॥ রাজা বলে সুন্দরী উচিত কর্ম্ম নয়। প্রথমে যাইতে হবে আমার আলয়॥ উপকার করিয়াছি ভাব যদি মনে। পশ্চাতে যাইবে তব পিতা দরশনে। শুনিয়া রাজার কথা যুবতী তখন। আকর্ষণী বিদ্যা তবে করয়ে স্মরণ॥ মন্ত্র বলে ভুপতিরে লইয়া সুন্দরী। অন্তরীক্ষে গেল তবে যথা অন্তঃপুরী॥ দেখিয়া কন্যার রূপ সবে অচেতন। কেহ বলে দেব কন্যা হইবে এজন। কেহ বলে গন্ধর্ব্বী না হবে মানুষিনী। কেহ বলে নাগ কন্যা মনে অনুমানী॥ ভূপতি আইল শুনি পাত্র মিত্রগণ। করিতে লাগিল সবে মঙ্গলাচরণ॥ পরম সুন্দরী কন্যা পেয়ে নৃপবর। দিবানিশি অন্তঃপুরে থাকে নিরন্তর॥ এইরূপে কিছুকাল করয়ে বঞ্চন। পিতৃগৃহে যাইতে কন্যার হৈল মন॥ যোড়কর করি কন্যা নৃপবর কয়। পিতৃ গৃহে যাইব আজ্ঞা কর মহাশয়॥ পিতার চরণে আসি করিয়া প্রণতি। তোমার নিকটে আসিতেছি শীঘ্রগতি॥ শুনিয়া কন্যার কথা কহিছে ভুপতি। যাহ পিতৃগৃহেতে দিলাম অনু-

মতি॥ পাইয়া রাজার আজ্ঞা সুন্দরী তখন। অকর্ষণী বিদ্যা তবে করয়ে স্মরণ॥ স্মরণেতে সেই মন্ত্র না হয় স্মরণ। যাইতে না পারে কন্যা বিষাদিত মন॥ রাজা বলে সুন্দরী বিলম্ব কি কারণ। কন্যা বলে মন্ত্র মোর না হয় স্মরণ॥ এত শুনি আনন্দিত হইল রাজন। পুনর্ব্বার মঙ্গল্য করিল ভৃত্যগণ॥ জয়২ কলরব হইল নগরে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে রাজা বিতরণ করে॥ মহামহৎসব যদি হইল রাজ ঘরে। শূলেতে বিদির্ণ হয়ে রজমন্ত্রী মরে॥ মন্ত্রীর মরণ তবে শুনিয়া রাজন। কহিয়া মন্ত্রীর গুণ করয়ে রোদন॥ বেতাল কহিছে শুনহ বিক্রমাদিত্য। ইহার সিদ্ধান্ত তুমি কর দেখি সত্য॥ কেন সে কন্যার মন্ত্রনা হৈল স্মরণ। কেনবা মরিল মন্ত্রী কহ সে কারণ॥ বেতালের প্রতি তবে কহিছে রাজন। যাইতে নারিল কন্যা এই সে কারণ॥ চিরদিন মানুষের আশক্তে ছিল মন। সেই হেতু মন্ত্র তার না হইল স্মরণ॥ মন্ত্রী যে মরিল তার শুন বিবরণ। পরমা সুন্দরী নারী পাইল রাজন॥ তাহাতে হইয়া মত্ত সকলি ভুলিবে। দিবানিশি অন্তঃপুরে ভূপতি রহিবে॥ কে আর করিবে তবে রাজ্যের রক্ষণ। অরাজকে দুঃখিত হইবে প্রজাগণ॥ অন্তঃপুরে রাজার ঘটিবে কুলক্ষণ। এতেক ভাবিয়া মন্ত্রী ত্যজিল জীবন॥ বেতাল হইয়া তুষ্ট রাজার কথায়। অবিলম্বে শিংশপা বৃক্ষেতে পুনঃ যায়॥ কালীপদে কালীদাস মজাইয়া মন। বেতাল পঁচিসে এই দশম কথন॥

একাদশ প্রশ্ন কথন।

ত্রিপদী। পুনর্ব্বার নৃপবর, উঠে গিয়া বৃক্ষোপর, বেতালে ধরিল শীঘ্রগতি। অবিলম্বে নামে রায়, সন্ন্যাসী নিকটে যায়, বেতাল কহিছে রাজা প্রতি॥ কেন এত বাড়াবাড়ি, আমারে না দেহ ছাড়ি, প্রশ্ন বলি করহ শ্রবণ। সন্ন্যাসী বেটার বোলে, সুবোধ হইয়া ভুলে, নির্ব্বোধ হয়েছ কি কারণ॥ চূড়াপুর নামে গ্রাম, ছিল ভূপতির প্রধান, চূড়ামণি নামে নৃপবর। কর্ণের সমান দানে, দুর্য্যোধন সম মানে, ভীষ্ম সম করিত

সময় ॥ এক বিপ্রের কুমার, দেবস্বামী নাম তার; পুরোহিত সেইত রাজার। সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপাণ্ডিত; বৈভব কুবের মত, রূপে যেন কন্দর্প আকার ॥ ব্রাহ্মণ করিল বিভা; তাহার সৌন্দর্য্য কিবা; বর্ণিবারে কাহার শকতি। বরণ তড়িৎ আভা; মন্মথের মনোলোভা; বিদ্যাধরী যেন রম্ভাবতী ॥ উভয়েতে মনে মনে; হরষিত দুই জনে; অতিশয় বাড়িল পিরীত। কার্য্যান্তরে নাহি যায়, তিলেক না ছাড়া হয়; যুবতী পাইয়া মনোনীত ॥ এই রূপে দুইজন; কররে কালযাপন, দেখ তাহে দৈবের ঘটন। একদিন গ্রীষ্মকালে, স্বামিকে গৃহদলে, মধ্যে না হয় শরণ ॥ নিরন্তর ধর্ম্ম হয়, পবন নাহিক রয়, চল যাই অট্টালিকোপরে। রমণীর অভিপ্রায়, বুঝিয়া ব্রাহ্মণ তায়, লয়ে যায় বিলম্ব না করে ॥ দ্বিতীয় প্রহর নিশি, প্রকাশিত পূর্ণ শশী, মন্দ মন্দ বহে সমীরণ। যুবক যুবতী লয়ে, অট্টালিকোপরে গিয়ে, নিদ্রাগত হইল দুইজন ॥ বিবসনা নিদ্রা যায়, পরমাসুন্দরী তায়, অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব্ব দেখিল। আসিয়া সে শীঘ্রগতি, লইয়া গেল যুবতী, দ্বিজবর কিছু না জানিল ॥ ব্রাহ্মণ চেতন পায়ে, রমণীরে না দেখিয়ে, দেখিলেক আছয়ে বসন। বিস্ময় হয়ে অন্তরে, তত্ত্ব করে ঘরে২, না পাইয়া বিষাদিত মন ॥ গিরি কন্দরা কানন, করিলেক অন্বেষণ, তত্ত্ব করে নগরে নগরে। সন্ধান নাহিক পায়, ব্রাহ্মণ পাগল প্রায়, পুনর্ব্বার আইসে নিজ ঘরে ॥ শূন্য গৃহ দেখি পুনঃ, দ্বিগুণ জলে আগুন, হাহাকারে কর‍য়ে রোদন। আমারে ফেলিয়ে প্রিয়ে, কোথা গেলে না বলিয়ে, নাহি দেখি সে বিধুবদন। আমারে সদয় হয়ে, একবার দেখা দিয়ে, কহ শুনি সে প্রিয় বচন। না দেখি তোমার মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, নাহি সুখ রাখিতে জীবন ॥ হয়ে খেদান্বিত মতি, ব্রাহ্মণ ব্যাকুল অতি, ভাবিলেক বৈরাগ্য তখন। প্রেয়সী বিনা আমার, কি কার্য্য সংসারে আর, করিলেক তীর্থেতে গমন ॥ সঙ্গে কিছু নাহি আর, কেবল কোপিন সার, দেশে২ করয়ে ভ্রমণ। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, কালীদাস করিল রচন ॥

পয়ার। এক দিন দ্বিজবর মধ্যাহ্ন সময়। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে অতিশয়॥ পলাশ পাত্রের ঠোঙ্গা নির্ম্মাণ করিয়া। ব্রাহ্মণের বড়ীগেল অতিথি হইয়া॥ মধ্যাহ্ন সময় বিপ্র অতিথি আইল। ব্রাহ্মণী দেখিয়া বড় হরষিত হৈল॥ মিষ্টান্ন সামগ্রী কিছু দিল উপাদেয়। পাইয়া অতিথি তুষ্ট হৈল অতিশয়॥ পলাশ পত্রের ঠোঙ্গা পাতিয়া লইল। আনন্দিত দ্বিজবর ভোজন করিল॥ ক্ষুধায় কাতর বিপ্র করিয়া ভক্ষণ। বিষ খাওয়াইল জ্ঞান হইল তখন॥ পুনর্ব্বার বিপ্র গিয়া ব্রাহ্মণীরে কয়। বিষ খাওয়াইলে মোর অনুভব হয়॥ কহিতে আশ্চর্য্য আর না স্বরে বচন। কর্ম্মদোষে ব্রাহ্মণের হইল নিধন॥ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ দেখি হইল বিস্ময়। রাগান্বিত হয়ে তবে ব্রাহ্মণীরে কয়॥ অনুচিত কর্ম্ম কেন করিলে এমন। অতিথিরে দিলা বিষ কিসের কারণ॥ করিলি ব্রাহ্মণ হত্যা অধর্ম্ম বশেতে। দূর হও পাপীয়সী মোর গৃহ হৈতে॥ এত বলি খেদাইয়া দিল ব্রাহ্মণীরে। বেতাল জিজ্ঞাসা করে বিক্রমাদিত্যেরে॥ কহ দেখি ভূপতি হে জান যদি মর্ম্ম। কাহারে অর্শিবে ব্রহ্মহত্যার অধর্ম্ম॥ শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিছে তখন। আয়ু শেষ হইল সে মরিল ব্রাহ্মণ॥ মুখ হৈতে পড়ে বিষ কি দোষ সর্পের। না জানিয়া খাইলেক কি দোষ বিপ্রের॥ ব্রাহ্মণী দিলেক ভিক্ষা হয়ে শ্রদ্ধান্বিত। তারে না অর্শিবে পাপ জানিবে নিশ্চিত॥ বিনা দোষে প্রাণীরে করিলা বর্জ্জন। কিঞ্চিৎ পাপের ভাগী হইবে ব্রাহ্মণ॥ বেতাল হইল তুষ্ট রাজার উত্তরে। পুনর্ব্বার চলিল শিংশপা বৃক্ষোপরে॥ কালীদাস কালীপদে মজাইয়া মন। বেতাল পঁচিশে কহে একাদশ কথন॥

দ্বাদশ প্রশ্ন কথন।

পয়ার। পুনর্ব্বার নৃপবর বৃক্ষেতে উঠিয়া। শব রূপ বেতালেরে ধরিলেক গিয়া॥ স্কন্ধেতে করিয়া রাজা ভূতলে নামিল। সন্ন্যাসীর নিকটেতে লইয়া চলিল॥ কিছু দূর গিয়া

কহে বেতাল তখন। আর এক প্রশ্ন রাজা করহ শ্রবণ॥ চন্দ্র হৃদয় নামে এক আছয়ে নগর। গুণাধিপ নামেতে তথায় নৃপবর॥ সেই দেশে ধর্ম্মগোঁজ নামে সওদাগর। ধন ধান্য পরিপূর্ণ ধর্ম্মেতে তৎপর॥ সাধুর নন্দিনী এক শোভণী না- মেতে। সকলে প্রসংশা করে তাহার রূপেতে॥ যুবতী হইল কন্যা বিবাহ না হয়। কত বর আইল তার মনে নাহি লয়॥ ইতি মধ্যে নগরে চোরের হৈল ভয়। প্রজাগণ সবে গিয়া ভূপতিরে কয়॥ অবধান মহারাজ করি নমস্কার। তোমার রা- জ্যেতে কেহ না থাকিবে আর॥ রাজা হয়ে নাহি কর প্রজার রক্ষণ। চোরেতে সর্ব্বস্ব লয়ে করিল গমন॥ এত শুনি ক্রোধে নৃপ হৈল হুতাশন। কোতয়ালে ডাক দিয়া করয়ে গর্জ্জন॥ কোতয়াল বলে দোষ মার্জ্জনা করিবে। কদাচ নগরে আর চুরি না হইবে॥ এত বলি কোতয়াল করিল গমন। নিশিতে নগর মধ্যে করয়ে ভ্রমণ॥ কোতয়াল চোরের সন্ধান নাহি পায়। সবে মেলি রাজার নিকটে পুনঃ যায়॥ রাজা বলে কোতয়াল উপযুক্ত নয়। সে চোর ধরিব আমি কহিনু নিশ্চয়॥ অষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রে অস্ত শশধর। একাকি নগর মধ্যে যায় নৃপবর॥ সন্ধান বুঝিল রাজা হইয়া গোপন। এক স্থানে লুকাইয়া রহিল তখন॥ এই কালে আইল এক প্রকাণ্ড শরীর। অনুভাব করে রাজা হবে কোন বীর॥ রাজা বলে কে তুমি হে যাইবে কোথায়। চোর বলে কি হইবে কহিলে তোমায়॥ চোর আমি চুরি করি জানিবা নিশ্চয়। আপনি কে মহাশয় দেহ পরিচয়॥ রাজা বলে এই রাজ্যে আমি হে ভূপতি। চোর বিদ্যা শিক্ষা আমি করেছি সম্প্রতি॥ একাকি ভ্রমণ করি সঙ্গি নাহি পাই। যদ্যপি আমারে তুমি সঙ্গে রাখ ভাই॥ চোর বলে আইস তুমি আমার সহিত। চুরি যা করিব ভাগ পাইবা কিঞ্চিৎ॥ এত বলি দুই জনে প্রবেশে নগরে। চুরি করিলেক এক বণিকের ঘরে॥ পাইল অনেক ধন লইয়া তখন। রাতারাতি দুইজনে করিল গমন॥ নগরের প্রান্ত ভাগে কানন বিস্তার। তাহার মধ্যেতে এক